Contents

মধ্যপন্থা

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মধ্যপন্থা
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৪১
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৭২১-৮৬১৩৬৫।

الوسطية : أهميتها وفائدتها

تأليف : د. محمد كبير الإسلام

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ :
ছফর ১৪৩২ হিঃ/ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং
২য় প্রকাশ : (হা.ফা.বা.)
মুহাররম ১৪৩৩ হিঃ/নভেম্বর ২০১২ ইং

ISBN 978-984-33-1564-9

মুদ্রণ
উদয়ন অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

MADHYAPANTHA : GURUTTA O PROYOJANIOTA (Moderateness : Importance and Usefullness) Written by **Dr. Muhammad Kabirul Islam.** Published by **Hadeeth Foundation Bangladesh**, Rajshahi, Bangladesh. Ph. 88-0721-861365. Fixed price : Tk. 30/- Only.

সূচীপত্র (المحتويات)

প্রকাশকের আরয

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধ্যপন্থা, মিতাচার, সংযমশীলতা, সরলতা, সহজীকরণ ইত্যাদি। ইসলামে বাড়াবাড়ির কোন স্থান নেই। ইসলাম মুসলমানকে সকল কর্মকাণ্ডে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও মুসলিম জাতিকে মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে অভিহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 'অনুরূপভাবে আমরা তোমাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি করেছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*।

উপরোক্ত বিষয়টি জাতির সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য আল্লাহ্র অশেষ রহমতে **'মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা'** বইটি প্রকাশিত হ'ল। *ফালিল্লাহিল হামদ*। মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক **ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম** বইটি সাবলীল ভাষায় প্রণয়ন করেছেন। এতে কুরআন-হাদীছের আলোকে তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সহজ শব্দের সংযোজন ও সরল বাক্যের ব্যবহারে বইটি সকলের জন্য সহজবোধ্য করে লিখিত হয়েছে। বইটির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ পাঠকের নিকট স্পষ্ট হ'লেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করব। আল্লাহ বিজ্ঞ লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন!

সচেতন পাঠক সমাজের গঠনমূলক পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে সাদরে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

-প্রকাশক

মধ্যপন্থার পরিচয়

মধ্যপন্থা অর্থ হচ্ছে দুইটি বিপরীত মত, উপায় বা ভাবের মধ্যবর্তী মত, উপায় বা ভাব, নরমপন্থা।[১] মধ্যপন্থার ইংরেজী প্রতিশব্দ Moderateness, Moderatism. বলা হয়েছে, Having or showing opinions, especially about politics, that are not extremee. 'মতামত ব্যক্ত করা বিশেষত রাজনীতি সম্পর্কে। তবে সেটা চরমপন্থী নয়।[২] মধ্যপন্থার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে القصد، والإقتصاد والتوسط، الوسط প্রভৃতি। القصد-এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, الإقتصاد و التوسط بين الافراط و التفريط في العمل (أي عمل النوافل). 'আমল (নফল)-এর ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি বা অতিরঞ্জন ও সংকোচনের মধ্যবর্তী অবস্থা'।[৩] ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, هو سلوك الطريق المعتدلة والتوسط بين الإفراط والتفريط. وأصل القصد الاستقامة في الطريق. অর্থাৎ সরল পথে চলা এবং বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মধ্যবর্তী হওয়া। আর মধ্যপন্থার মূল হচ্ছে সোজা পথে চলা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ. 'সরল পথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে' *(নাহল ১৬/৯)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সরল-সোজা রাস্তার বর্ণনা। অতঃপর القصد শব্দটিকে বিভিন্ন কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, القصد القصد 'তোমরা মধ্যবর্তী রাস্তা অবলম্বন কর, তোমরা মধ্যবর্তী রাস্তা অবলম্বন কর'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أيها الناس عليكم القصد، عليكم القصد. 'হে লোক সকল! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর'।[৫] অন্যত্র বলা হয়েছে, كانت خطبته قصداً 'রাসূলের খুৎবা ছিল মধ্যম মানের'।[৬]

---

১. *শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলিকাতা : ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৫৫৬।*
২. *A S Hornby, Oxford Advanced Lerner's Dictionary (New York : 2002-2003), P. 855.*
৩. *আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ আল-ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (ঢাকা তা.বি.), ৩/১৫৩পৃ. ।*
৪. *বুখারী হা/৬৪৬৩, ছহীহুল জামে হা/৯৩৬০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০২।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৪১, সনদ ছহীহ।*
৬. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা দ্রঃ; ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড (বেনারস, ভারত: ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রী.), পৃ. ২৩৮।*

আরবী ভাষায় الوسط শব্দের কয়েকটি অর্থ হ'তে পারে। যথা-

প্রথমতঃ العدالة অর্থ- ন্যায়বিচার, ইনছাফ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُدْعَى نُوْحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ! فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ أَوْ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ: فَيُقَالُ لِنُوْحٍ: مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، قَالَ فَذَالِكَ قَوْلُهُ: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا، قَالَ الْوَسْطُ: الْعَدْلُ، قَالَ: فَيُدْعُوْنَ، فَيَشْهَدُوْنَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নূহ (আঃ)-কে ডেকে বলা হবে, তুমি কি (তাওহীদের) দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, আমি দাওয়াত দিয়েছি। তখন তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, নূহ কি তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে? তখন তারা বলবে, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী বা ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। কিংবা তারা বলবে, আমাদের নিকট কেউ আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার স্বপক্ষে কে সাক্ষী দিবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই আল্লাহ্র বাণী وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا (অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি করেছি)-এর তাৎপর্য। রাবী বলেন, الوسط অর্থ العدل ন্যায়পরায়ণতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে ডাকা হবে এবং তারা হবে নূহ (আঃ)-এর নবুওয়াতের ও দাওয়াতের সাক্ষী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তোমাদের সত্যায়ন করব'।[৭]

দ্বিতীয়তঃ الخيرية অর্থ- উত্তম, শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকামী, হিতৈষী, উপকারী ইত্যাদি। وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ)

৭. *বুখারী, হা/৭৩৪৯, হা/৪৪৮৭; ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ ৩/৩২ পৃ.।*

বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং ওটাকেই তোমাদের জন্য (কিবলা) মনোনীত করেছি। যাতে আমি তোমাদেরকে সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ করতে পারি, যেন তোমরা কিয়ামতের দিন সকল উম্মতের উপর সাক্ষী হ'তে পার। কেননা সমস্ত উম্মত তোমাদের উচ্চ মর্যাদার কথা অকপটে স্বীকার করে। এখানে الوسط অর্থ উত্তম, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। যেমন কুরাইশদেরকে বংশ ও অঞ্চলের দিক দিয়ে আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। এখান থেকে 'ছালাতুল ওসত্বা' তথা 'উত্তম ছালাত' নামকরণ করা হয়েছে। আর এটা হলো আছরের ছালাত। যা কুতুবুস সিত্তাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত'।[৮]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেমন মধ্যপন্থী ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে প্রেরণ করেছেন, তেমনি তাদেরকে পরিপূর্ণ শরী'আত, অধিকতর সঠিক ও যথোপযুক্ত কর্মপন্থা এবং সুস্পষ্ট ধর্মীয় মতাদর্শ দিয়ে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هَذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، 'তিনি তোমাদেরকে পসন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক, তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব মণ্ডলীর জন্য' *(হজ্জ ২২/৭৮)*।

তৃতীয়তঃ التوسط অর্থ মধ্যবর্তী হওয়া, মধ্যস্থতা করা, মধ্যপন্থী হওয়া ইত্যাদি। আল্লামা ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, 'আমি মনে করি الوسط বলতে এখানে এমন স্থানকে বুঝানো হয়েছে যার দু'টি দিক বা পার্শ্ব রয়েছে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থান। যেমন ঘরের মধ্যস্থল। আমি আরো মনে করি আল্লাহ তাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি বলে বিশেষিত করেছেন এজন্য যে, তারা দ্বীনের মধ্যে মধ্যপন্থী। তারা নাছারাদের মত

৮. হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১/১৯১পৃ.।

দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে না। যেমনভাবে তারা সন্ন্যাসব্রতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। তেমনি তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বাড়াবাড়ি করে। আবার উম্মতে মুহাম্মাদী দ্বীনের মধ্যে সংকোচনও করে না, যেভাবে ইহুদীরা করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিবর্তন করেছিল এবং তাদের নবীদের হত্যা করেছিল, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাঁর সাথে কুফরী করেছিল। বরং উম্মাতে মুহাম্মাদী মধ্যবর্তী ও মধ্যপন্থী জাতি। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট মধ্যপন্থী কর্ম পসন্দনীয়'।[৯]

প্রকৃতপক্ষে এই উম্মতের মধ্যে উক্ত তিনটি গুণেরই সমাবেশ ঘটেছে। অর্থাৎ পরকালে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এই উম্মত হবে অন্যান্য উম্মতের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ। তেমনি পৃথিবীতে আগত অন্যান্য সকল উম্মতের চেয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠ এবং তারা অন্যান্য উম্মতের সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্যবর্তী। অর্থাৎ এরা শরী'আত পালনের ক্ষেত্রে যেমন নাছারাদের মত বাড়াবাড়ি করে না, তেমনি ইহুদীদের মত শরী'আতের বিধি-বিধান যথাযথ পালন না করে শৈথিল্য প্রদর্শন করে না; বরং এ উম্মত হচ্ছে মধ্যপন্থী। শুধু তাই নয়, ভৌগলিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও ইসলামের আবির্ভাব যে দেশে, সেটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। যেখান থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে।

আবার মুসলিম উম্মাহ আরেকটি দিক দিয়ে মধ্যপন্থী। সেটা হচ্ছে তারা নির্ভেজালভাবে ইসলামী বিধান মানার যেমন চেষ্টা করে, তেমনি তাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনও খাঁটি, অবিমিশ্র ও নিরেট। বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ইসলামকে খালেছভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার এবং বিশুদ্ধ আমল করার চেষ্টা করে। তারা ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় নিজেদের ইচ্ছামত এতে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে না। বরং ইসলামের আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলতে সচেষ্ট। এজন্য অন্যান্য জাতির মধ্যে মুসলিম জাতিকে মধ্যপন্থী জাতি বলা হয়েছে।

মুসলিম জাতি যেমন মধ্যপন্থী তেমনি তাদের আক্বীদা, আমল, আচার-আচরণ, চাল-চলন সবকিছু বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মধ্যবর্তী হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আমরা এখানে পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

---

৯. ইবনু জারীর আত-তাবারী, তাফসীরে তাবারী, ২/৬পৃ.।

আক্বীদার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

আক্বীদার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি বিশেষত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। জাহমিয়ারা আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম অস্বীকার করে, আবার মুশাববিহারা আল্লাহ্‌র ঐসব নামের সাথে সাদৃশ্য দাড় করায়। মু'তাযিলারা আল্লাহকে কর্মের স্রষ্টা স্বীকার করে না, কাদারিয়ারা আবার আল্লাহ্‌কে কর্মের স্রষ্টা বানিয়ে মানুষকে নিষ্পাপ বলে এবং মানুষের পাপের কারণে আল্লাহ্‌কেই দায়ী করতে চায়। তেমনি পরকালীন শাস্তির ক্ষেত্রে মুরজিয়া ও কাদারিয়ারা পরস্পর বিরোধী অবস্থানে অটল। একদিকে কাদারিয়ারা বান্দার কর্মের উপর নির্ভর করে তাকদীরকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে জাবারিয়ারা তাকদীরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে তাদের কাছে কর্ম গুরুত্বহীন। অনুরূপভাবে ঈমানের ব্যাপারে খারেজী ও মু'তাযিলা এবং মুরজিয়া ও জাহমিয়ারা বাড়াবাড়ি করে থাকে।[১০] রাফেযী ও খারেজীরা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে। এসবই বাড়াবাড়ি। আক্বীদার ক্ষেত্রে এসব বাড়াবাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আক্বীদা পোষণ করতে হবে। আক্বীদার ক্ষেত্রে এসব বাড়াবাড়ি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হলো।-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পদ বণ্টন করছিলেন, এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনু যিল খুওয়াইছিরা এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ন্যায়বিচার করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি ইনছাফ না করলে, কে ইনছাফ করবে? তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তার অনেক সাথী আছে, যাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে এবং তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তার কপালের সামনের দিকে এবং তার হাটুর দিকে তাকানো হলো, সেখানে কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। জ্ঞান ও রক্ত অগ্রগামী হয়ে গেছে। তাদের নিদর্শন হচ্ছে তাদের দুই হাতের এক হাত অথবা দুই স্তনের একটি মেয়েদের স্তনের মত। অথবা তিনি বলেছেন, বোঝার মত দোদুল্যমান। মানুষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় আলী (রাঃ) তাদের বের করে দিয়েছিলেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

---

১০. ড. আলী ইবনু আব্দুল আযীয আশ-শিবল, ওয়াসতিয়া আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ওয়া আছারুহা ফী 'ইলাজিল গুলূ, আল-ফুরক্বান (কুয়েত : ২০০৯), ৪৩৭তম সংখ্যা, পৃ. ১২।

আমি এটা রাসূলকে বলতে শুনেছি এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী তাদের হত্যা করার সময় আমি তার সাথে ছিলাম। তাদের একজনকে আনা হলো রাসূল যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা দেখে। তাদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِيْ الصَّدَقَاتِ 'তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা ছাদাক্বা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে' *(তওবা ৯/৫৮)*।[১১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন খারেজীরা মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদাভাবে বসবাস করতে লাগল, তখন আমি আলী (রাঃ)-কে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! ছালাত একটু দেরী করে পড়ুন, আমি ঐ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদের সাথে কথা বলব। তিনি বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে তাদের প্রতি আশংকা করছি (যেন তারা তোমার উপর আক্রমণ না করে)। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ এটা কখনো হবে না। অতঃপর আমি সাধ্যমত উত্তম ইয়েমেনী পোশাক পরিধান করে তাদের নিকটে গেলাম। তারা দুপুরের প্রখর রোদ্রের সময় বিশ্রাম করছিল। আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকটে গেলাম, যাদের থেকে অধিক ইজতেহাদকারী সম্প্রদায় আমি দেখিনি। তাদের হাত উটের কুঁজের মত শক্ত। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন লেগে আছে। আমি তাদের নিকটে গেলাম। তারা বলল, হে ইবনু আব্বাস! তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, তোমরা তাঁর সাথে আলোচনা কর না। কেউ কেউ বলল, আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে আলোচনা করব। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই ও তাঁর জামাতার সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করছ, যিনি রাসূলের ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। তারা বলল, তাঁর প্রতি আমাদের শত্রুতার কারণ তিনটি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলি কি? তারা বলল, প্রথমতঃ তিনি আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে শালিস নিযুক্ত করেছেন, অথচ আল্লাহ বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম চলে না' *(আন'আম ৬/৫৭)*।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কি? তারা বলল, তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের (পরাজিতদের) বন্দী করেননি, তাদের সম্পদ গণীমত হিসাবে গ্রহণ করেননি। যদি তারা কাফের হয়, তাহলে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বৈধ হবে। আর যদি তারা মুমিন হয় তাহলে তাদের রক্ত প্রবাহিত করা তাঁর উপর হারাম। তিনি বলেন,

---

১১. বুখারী হা/৬৯৩৩, আহমাদ হা/১১৫৫৪।

এরপর কি? তারা বলল, তিনি (আলী) 'আমীরুল মুমিনীন' বা খলীফার পদ থেকে স্বীয় নাম মুছে দিয়েছেন বা নিজেই দূরে সরে গেছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব (থেকে দলীল) পাঠ করে শুনাই এবং রাসূলের হাদীছ তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, যা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না, তাহলে কি তোমরা (তোমাদের দাবী থেকে) ফিরে আসবে? তারা বলল, হ্যাঁ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে তিনি মানুষকে শালিস নিযুক্ত করেছেন'। কিন্তু আল্লাহও মানুষকে শালিস নিযুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَّمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনে শুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। তোমাদের মধ্যকার দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফায়ছালা করবে' *(মায়েদাহ ৫/৯৫)*।

তিনি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، 'যদি তাদের মধ্য সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত করবে' *(নিসা ৪/৩৫)*।

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, মানুষের রক্ত, জীবন, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংশোধনের ক্ষেত্রে মানুষ শালিস নিযুক্ত হওয়ার অধিক হকদার, নাকি সিকি দেরহাম মূল্যের খরগোশের ক্ষেত্রে শালিস নিযুক্ত হওয়ার বেশী হকদার?

তারা বলল, হে আল্লাহ! তুমি তাদের রক্ত হিফাযত কর এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি কি (কুরআন-হাদীছ থেকে) দলীল উপস্থাপন করতে পেরেছি? তারা বলল, হ্যাঁ।

তোমাদের অপর অভিযোগ হচ্ছে, 'আলী (রাঃ) আয়েশার সাথে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তিনি তাঁকে আটক করেননি এবং তাঁর সম্পদকে গণীমত হিসাবে গ্রহণ করেননি'। তোমরা কি তোমাদের মাতাকে বন্দী করবে? কিংবা অন্যের সাথে যে আচরণ বৈধ মনে কর, তাঁর সাথেও কি অনুরূপ আচরণ সমীচীন মনে করবে? তাহলে তো

Contents

তোমরা কুফরীতে নিমজ্জিত হবে। আর যদি তোমরা ধারণা করে থাক যে, আয়েশা (রাঃ) তোমাদের মাতা নন, তাহলে কুফরী করা হবে এবং তোমরা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা' *(আহযাব ৩৩/৫)*।

সুতরাং তোমরা গোমরাহীর মধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট হবে কি-না নিজেরাই ঠিক কর। আমি কি দলীল উপস্থাপন করতে পেরেছি? তারা বলল, হ্যাঁ।

তোমাদের আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে, 'আলী (রাঃ) আমীরুল মুমিনীন বা খিলাফতের দায়িত্ব থেকে নিজেকে অপসারণ করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন কুরাইশদেরকে ডাকলেন পরস্পরের মধ্যে এক লিখিত চুক্তি সম্পাদনের জন্য। অতঃপর তিনি বললেন, লেখ যে, এ ব্যাপারে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফায়ছালা দিয়েছেন। কুরাইশরা বলল, আল্লাহ্র কসম! যদি আমরা জানতাম যে, তুমি আল্লাহ্র রাসূল, তাহলে আমরা তোমাকে বায়তুল্লায় প্রবেশে বাধা দিতাম না, তোমার সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হ'তাম না। বরং তুমি লেখ, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে অস্বীকার কর বা আমার প্রতি মিথ্যারোপ কর। হে আলী! তুমি লেখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আমি কি দলীল উপস্থাপন করতে পারলাম? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে ১২,০০০ লোক ফিরে আসল এবং চার হাযার অবশিষ্ট থাকল। অতঃপর তাদেরকে হত্যা করা হ'ল।[১২]

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে আক্বীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মানুষকে কুফরীতে নিপতিত করে। ফলে মানুষের যাবতীয় সৎ আমল বাতিল হয়ে যায়, মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত হয়, জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের আক্বীদা পরিশুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ইলম হাছিল করা। অস্পষ্ট বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য হক্বপন্থী বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয়ে দলীল ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত করতে হবে এবং অজ্ঞাত বিষয় জেনে নিতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوْا

---

১২. তাবারানী, আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬/২৩৯পৃ. হা/১০৪৫০; আব্দুর রাযযাক, মুছান্নাফ, ১০/১৫৮পৃ.; ইমাম শাত্বেবী, আল-ই'তেছাম, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রী.), ২/৪০৬-৪০৭ পৃ.।

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ 'জ্ঞানীদের নিকট থেকে তোমরা অজ্ঞাত বিষয় দলীল-প্রমাণ সহকারে জেনে নাও' *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*।

পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোকে দেখা যায়, একদিকে তারা নবী-রাসূলগণকে আল্লাহর পুত্র ভেবে তাদের উপাসনা শুরু করেছে। যেমন ইহুদীরা ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করছে। আল্লাহ বলেন, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 'ইহুদীরা বলে, ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলে মাসীহ (ঈসা) আল্লাহ্র পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা মাত্র' *(তওবা ৯/৩০)*।

অপরদিকে ঐসব সম্প্রদায়ের অনেকে নবীগণের মুজিযা বা অলৌকিকত্ব দেখেও তাদের প্রতি ঈমান আনেনি। এমনকি তাঁদের প্রতি নির্যাতন চালিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে নবীদেরকে হত্যাও করেছে। আবার কেউ কেউ ঈমান আনলেও নবীর নির্দেশ মেনে চলেনি। যেমন মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে ন্যায়যুদ্ধে আহ্বান জানালে তাঁর অনুসারীরা বলে, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ 'তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকলাম' *(মায়েদাহ ২৪)*।

তাদের অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ-

'তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপরে মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মূর্তি তৈরী করে রাখতো। ক্বিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহ্র নিকটে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টজীব বলে পরিগণিত হবে'।[১৩]

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা অনুরূপ নয়। তারা একদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর জন্য জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইয্যত-আব্রু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে তারা রাসূল এবং আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তারা আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে ও স্বীকার করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে, সীমালংঘন করে না। এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য।

---

১৩. বুখারী, 'ছালাত' অধ্যায় হা/৪২৬; মুসলিম, 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, হা/৫২৮।

ইবাদতে মধ্যপন্থা

কোন কোন মানুষ অত্যধিক পরহেযগারিতা অর্জন করতে গিয়ে অধিক ইবাদত করতে প্রবৃত্ত হয়। অনেক সময় সাধ্যাতীত কাজ করার চেষ্টা করে। অথচ ইসলাম এটা সমর্থন করে না। যেমন আল্লাহ বলেন, اِتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। সুতরাং সাধ্যের বাইরে কোন কাজ করার চেষ্টা করাও অনুচিত। কেননা আল্লাহ মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বিধান চাপিয়ে দেন না। তিনি বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। অতএব অতিরঞ্জিত কোন কিছু না করে কুরআন-হাদীছে যতটুকু করার নির্দেশ রয়েছে ততটুকুই করতে হবে। তার অতিরিক্ত করাই বাড়াবাড়ি, যাকে বিদ'আত বলেও অভিহিত করা যায়। বাড়াবাড়ি পরিহার করে সাধ্যমত আমল করার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ হ'ল,

عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ، فَوَاللهِ لاَ يَمِلُّ اللهُ حَتَّى تَمِلُّوْا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ،

'আমল করতে থাক, যা করা তোমার পক্ষে সম্ভব। কারণ যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র প্রতিদানও বন্ধ হবে না। আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হ'ল যা আমলকারী স্থায়ীভাবে'।[১৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ– 'আল্লাহর নিকট প্রিয়তর আমল হচ্ছে যা অবিরতভাবে করা হয়ে থাকে, যদিও তা কম হয়'।[১৫]

আর আমল ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ তা স্বাচ্ছন্দ্যে করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا– 'তোমরা কাজ সে পরিমাণ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমরা (সর্বদা) করতে সমর্থ হও। কেননা আল্লাহ কখনও ছওয়াব দানে বিরক্তি বোধ করেন না, যাবৎ না তোমরা বিরক্ত হও'।[১৬] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَإِذَا

---

১৪. বুখারী হা/৪৩, মুসলিম হা/৭৮৫, আবুদাঊদ, নাসাঈ, হা/৫০৩৫; ইবনু মাজাহ, হা/৪২৩৮।
১৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২।
১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪৩।

–فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ 'তোমাদের কেউ যেন আপন মনের প্রফুল্লতা পর্যন্ত ছালাত পড়ে। যখন শ্রান্তি বোধ করবে, তখন যেন বসে যায়'।[১৭]

রাতের নফল ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও যতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন না হয়, ততক্ষণ ছালাত আদায় করতে হবে। তন্দ্রা বা ঘুম এসে গেলে ঘুমিয়ে নিতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يدْرِي لَعَلَّه يِسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাত পড়ার সময় তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে, যতক্ষণ না তার নিদ্রা দূর হয়। কেননা তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাবস্থায় ছালাত পড়ে, তখন সে বলতে পারে না যে, সে কি বলছে? হয়তো সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসে'।[১৮]

মানুষের শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী ইবাদত করতে হবে। যেমন ছালাতের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে না পারলে বসে আদায় করবে, বসে সক্ষম না হলে শুয়ে আদায় করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ– 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তাতে অসমর্থ হও বসে পড়বে। যদি তাতেও অসমর্থ হও তবে পার্শ্বের উপর শুয়ে ছালাত পড়বে'।[১৯]

সর্বোপরি ইবাদত তথা ছালাতকে প্রশান্তি লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। এখানে বাড়াবাড়ি করা সমীচীন নয়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَن سَالِم بن أَبِي الْجَعْد قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنِيْ صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِهَا–

---

১৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪৪।
১৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪৫।
১৯. বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮।

সালেম ইবনু আবিল জা'দ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা খুযা'আহ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি ছালাত আদায় করতে পারতাম, শান্তি লাভ করতাম! সালেম বলেন, শ্রোতাগণ যেন তার উক্তিকে দূষণীয় মনে করল। (এটা দেখে) সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে বেলাল! ছালাতের আযান দাও এবং এর দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর'।[২০]

আর ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা নাছারাদের বৈশিষ্ট্য। এমনকি তারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করতে করতে বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব ঘটায়। বনে-জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় জীবন-যাপন করা চালু করে। এসব মানবিক প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ। এসব মানুষের জন্য দুঃসাধ্যও বটে। তাই ইসলামে এসব নিষিদ্ধ। কারণ মানুষ সাধ্যাতীত আমল করতে গিয়ে এক সময় সে আমলহীন হয়ে পড়ে। এজন্য ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহ মানুষের প্রতি কঠিন কোন বিধান আরোপ করেননি। বরং সহজ বিধান আরোপ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান, কঠোরতা আরোপ করতে চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَي بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ. فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا. فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ وَلَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তি রাসূলের স্ত্রীগণের নিকটে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তাদেরকে যখন ঐ সম্পর্কে বলা হলো, তারা যেন তা কম মনে করল। তখন তারা বলল, রাসূলের আমলের তুলনায় আমরা কোথায় পড়ে আছি? অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তাদের একজন বলল, আমি সর্বদা সারারাত ছালাত আদায় করব।

২০. *আবু দাউদ, মিশকাত হা/১২৫৩।*

আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, কোন দিন ছাড়ব না। অন্যজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কোন দিন বিবাহ করব না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, তোমরা এরূপ এরূপ বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। তথাপি আমি ছিয়াম পালন করি, ছেড়েও দেই, আমি ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি বিবাহও করেছি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়'।[২১]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবাদত-বন্দেগীতে এমন মশগূল থাকতেন যে, তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যও উপেক্ষিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা জানতে পেরে বললেন,

أَلَمْ أُخْبِرَ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَافْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ، فَإِنَّ لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

'হে আবদুল্লাহ! আমি কি শুনিনি যে, তুমি সারাদিন ছিয়াম পালন কর এবং সারা রাত ছালাত আদায় কর? আব্দুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহানবী (ছাঃ) বললেন, এরূপ কর না। তুমি ছিয়াম রাখবে আবার বিরতিও দিবে। ছালাত আদায় করবে আবার ঘুমাবেও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে, তেমনি তোমার উপর তোমার স্ত্রীর দাবী আছে এবং তোমার উপর অতিথিরও হক আছে'।[২২]

এ মর্মে প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারসী ও তাঁর একান্ত বন্ধু আবুদ দারদার মধ্যকার ঘটনাটিও প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخَي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِيْ الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّدَاءَ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ أَخُوْكَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِيْ الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ كُلْ فَقَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ، فَقَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ سَلْمَانُ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْآنَ فَصَلَّيَا

---

২১. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত, হা/১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়।

২২. বুখারী হা/১৯৭৫, ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫০, 'ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ।

جَمِيْعًا، وَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَدَقَ سَلْمَانُ.

আবু জুহাইফাহ ওয়াহাব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালমান ফারসী ও আবুদ দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। একদা সালমান (রাঃ) আবু দারদার বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আবুদ দারদার স্ত্রী উম্মু দারদা জীর্ণবসন পরিহিতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মু দারদা বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবুদ দারদা এসে সালমান (রাঃ)-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে নিয়ে আসলেন। সালমান (রাঃ) তার সাথে আবুদ দারদাকে খেতে বললেন। তিনি বললেন, আমি ছিয়াম রেখেছি। তখন সালমান (রাঃ) বললেন, 'তুমি না খেলে আমিও খাব না'। সুতরাং আবুদ দারদাও সালমানের সাথে খেলেন। রাতে আবুদ দারদা ছালাতের জন্য উঠলে সালমান (রাঃ) তাকে ঘুমাতে যেতে বললেন। তিনি ঘুমাতে গেলেন। রাতের শেষ প্রান্তে সালমান (রাঃ) আবুদ দারদাকে বললেন, এখন ওঠো। তখন দু'জনে ছালাত আদায় করলেন। পরে সালমান (রাঃ) আবুদ দারদাকে বললেন, তোমার উপর তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার উপর তোমার আত্মার হক আছে, তোমার উপর পরিবারেরও হক আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার দাও। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, সালমান সত্য বলেছে।[২৩] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوْا هَذَا حَبْلٌ لِّزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نِشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা মসজিদে প্রবেশ করে দু'টি খুঁটির সাথে একটি রশি বাঁধা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশি কিসের? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, এটা যয়নাবের রশি, যখন ঘুমে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে কিংবা ছালাতে অলসতা আসে, তখন তিনি নিজেকে এ দড়ি দ্বারা

২৩. *বুখারী হা/১৯৬৮, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৪৯, 'ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ।*

বেঁধে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের সাধ্যমত, সামর্থ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করা উচিত। অতএব কারো যদি ঘুমে চোখ বুজে আসে, সে যেন ঘুমায়'।[২৪]

ইবাদতের ক্ষেত্রে এসব কঠোরতার বিরুদ্ধে রাসূলের ঘোষণা- لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قِبَلَكُمْ بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَسَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ 'তোমরা নিজেদের নফসের উপরে কঠোরতা আরোপ করো না। পূর্ববর্তী উম্মত নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করায় ধ্বংসে নিপতিত হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমরা তাদের নিদর্শনাসমূহ মন্দির-উপাসনালয় সমূহে দেখতে পাবে।[২৫]

পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহ আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। একদিকে তারা শরী'আতের বিধি-বিধানকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করেছে কিংবা মিথ্যা ফৎওয়া দিয়েছে, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করেছে এবং ইবাদত থেকে গাঁ বাঁচিয়ে চলেছে। অন্যদিকে তাদের উপাসনালয়গুলোতে এমন লোকের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। এমনকি তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নে'আমত ভোগ করা থেকেও নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই ছাওয়াব বা পুণ্যকর্ম ও ইবাদত মনে করে।

কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদী একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি যুলুম বলে মনে করে। অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান তথা ইসলামের জন্য প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তারা রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনের অধিপতি হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং ধর্ম কেবল মসজিদের চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি। বরং হাট-বাজার, মাঠ-ঘাট, অফিস-আদালত ও সচিবালয় সহ সর্বত্র এর প্রভাব ও নির্দেশনা পরিব্যাপ্ত। তাই মুসলিম খলীফাগণ বাদশাহীর মাঝে ফকীরী এবং ফকীরীর মাঝে বাদশাহী করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জাতিকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

---

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাউদ, হা/১৩১২, 'ছালাতে তন্দ্রা' অনুচ্ছেদ।
২৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১২৪।

চরিত্র-মাধুর্যে মধ্যপন্থা

আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতে যেমন মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে তেমনি আচার-আচরণ, চাল-চলনসহ সকল কর্মকাণ্ডে মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্য ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে আখলাক ও মু'আমালাত তথা চারিত্রিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হ'ল।-

(ক) চাল-চলনে মধ্যপন্থা :

মানুষের চাল-চলনে অনেক সময় গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পৃথিবীতে অহংকারবশে চলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً- 'পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই তুমি কখনোই ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই পর্বত প্রমাণ হ'তে পারবে না' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৩৭)*।

পক্ষান্তরে চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ- 'চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখ। নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায' *(লোক্বমান ৩১/১৯)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, أي امش مقتصدًا مشيًا ليس بالبطئ المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا و وسطًا بين بين. অর্থাৎ 'মধ্যম গতিতে চল। অতি দ্রুতও নয়, আবার নিতান্ত আস্তেও নয়, বরং শান্ত-শিষ্টভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলতে হবে'।[২৬]

চাল-চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّوَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ- 'উত্তম চাল-চলন, ধীরস্থিরতা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ'।[২৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

---

২৬. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, (বৈরুত : ১৯৯৬/১৪১৬ হিঃ),৩/৪৪৭পৃ.।*
২৭. *তিরমিযী; মিশকাত, হা/৫০৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৮৩৮, সনদ হাসান।*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِّنْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সচ্চরিত্রতা, উত্তম চাল-চলন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ'।[২৮]

খ. কথাবার্তায় মধ্যপন্থা :

কথাবার্তায় কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার জন্যও আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখ। নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আওয়ায হচ্ছে গাধার আওয়ায' *(লুক্বমান ৩১/১৯)*। এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. অর্থাৎ 'কথাবার্তায় অতিরঞ্জিত করো না, কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না, যাতে কোন উপকারিতা নেই'।[২৯]

মুজাহিদসহ আরো অনেকে বলেন, নিশ্চয়ই আওয়াযের মধ্যে গাধার আওয়ায অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ উচ্চ কণ্ঠস্বরকে গাধার উচ্চ আওয়াযের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এটা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত।[৩০]

চিৎকার, চেঁচামেচি ও কর্কশতা পরিহার এবং বিশুদ্ধ ও নম্রভাষায় কথা বলার নির্দেশই উক্ত আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা কথা বলতে গেলেই চিৎকার করে কথা বলে। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাই তাদের অভ্যাস। তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের সাথে যেমনভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে তেমনিভাবে আলেম-ওলামা, সমাজের গণ্যমান্য, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথেও অনুরূপভাবে কথা বলে। আল্লাহ তা'আলা এগুলি পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَتَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَتَشْعُرُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচুঁ করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না' *(হুজুরাত*

২৮. আবুদাউদ, হা/৪৭৭৬; মিশকাত, হা/৫০৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৮৩৯, সনদ হাসান।
২৯. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩/৪৪৭পৃ.।
৩০. প্রাগুক্ত।

৪৯/২)। ওলামায়ে কেরাম নবীগণের উত্তরসূরী হিসাবে তাদের সাথেও বিনয় ও নম্রতার সাথে কণ্ঠস্বর নিচু রেখে কথা বলতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ ও অন্যকে তুচ্ছ করে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ، وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ: قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ؟ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ–

'ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে নিকটে উপবিষ্ট হবে সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য ও আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী হবে সেইসব লোক, যারা দ্বিধা সহকারে কথা বলে, কথার মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করে এবং যারা 'মুতাফাইহিকূন'। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দ্বিধান্বিত বাক্যালাপকারী ও কথার মাধ্যমে অহংকার প্রকাশকারীর অর্থ তো বুঝলাম, কিন্তু 'মুতাফাইহিকূন' কারা? তিনি বললেন, অহংকারী ব্যক্তিরা'।[৩১]

উল্লিখিত হাদীছের কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'আছ-ছারছারু' বলতে ঐ লোককে বুঝায়, যে অত্যধিক কৃত্রিমভাবে কথা বলে থাকে। 'আল-মুতাশাদ্দিক্ব' ঐ লোককে বলে, যে নিজের কথার দ্বারা অন্যের উপর নিজের প্রাধান্য ও বড়াই প্রকাশ করে এবং কথাবার্তা বলার সময় নিজের কথার বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে থাকে। 'মুতাফাইহিকূন' শব্দটি 'ফাহকূন' ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ মুখ ভর্তি করা বা পূর্ণ করা। কাজেই 'আল-মুতাফাইহিকূন' বলতে ঐ লোককে বুঝায়, যে মুখ ভর্তি করে কথা বলে এবং তাতে বাড়াবাড়ি করে, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে এবং নিজের অহংকার ও আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে কথা বলে।[৩২]

সচ্চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিরমিযী (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি উল্লেখ করেন, هو طلاقة الوجه وبذل المعروف، وكف الأذى،

---

৩১. *তিরমিযী, হা/২০১৮, সনদ ছহীহ।*
৩২. *রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃ. ২৩৩।*

'সচ্চরিত্র হলো হাসি-খুশি মুখ, সত্য-ন্যায়কে অবলম্বন করা এবং অন্যকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা'।[৩৩]

কথাবার্তায় অশ্লীল ভাষা ব্যবহারকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَئٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلْقُ حَسَنٌ وَإِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىِّ-

আবুদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে, তা হলো উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন'।[৩৪]

(গ) আচার-ব্যবহারে মধ্যপন্থা :

মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আচার-ব্যবহারে বিনয়ী ও নম্র হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ،

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানদার হয় সরল ও ভদ্র, পক্ষান্তরে পাপী হয় ধূর্ত ও হীন চরিত্রের'।[৩৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ مَّكْحُوْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ اِنْ قِيْدَ انْقَادَ وَأُنِيْخَ عَلَى صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ،

মাকহূল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানদারগণ নাকে রশি লাগানো উটের ন্যায় সরল, সহজ ও কোমল স্বভাবের হয়। যখন তাকে টানা হয়, তখন সে চলে। আর যদি তাকে পাথরের উপর বসাতে চাওয়া হয়, তাহলে সে তার উপর বসে পড়ে'।[৩৬]

---

৩৩. *তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃ. ২৩৩।*

৩৪. *তিরমিযী, হা/২০০৩-৪; মিশকাত হা/৫০৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৯।*

৩৫. *তিরমিযী, আবুদাউদ, হা/৪৭৯০; মিশকাত, হা/৫০৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৮৬৩ 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান।*

৩৬. *তিরমিযী; মিশকাত, হা/৫০৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৮৬৪, ছহীহাহ হা/৯৩৬।*

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী ও সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'যারা তোমার অনুসরণ করে, সেসমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি সদয় হও' *(শু'আরা ২৬/২১৫)*। মুমিনদের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন,

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ،

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহ্র প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের প্রিয়। তারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর' *(মায়েদা ৫/৫৪)*।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মানুষকে আচার-ব্যবহারে কঠোর ও রুক্ষ না হয়ে কোমল ও নম্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَلْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ، 'কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৭] আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ،

'আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে চলে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আচার-আচরণে বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করা হ'ল-

(১) عَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَيَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَيَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ،

৩৭. আবুদাউদ, হা/৪৮০১; মিশকাত হা/৫০৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৫৮।

১. আয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ আমার নিকট অহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করো, এমনকি কেউ কারো উপর গৌরব করবে না এবং একজন আরেকজনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না'।[৩৮]

(২) عن أبِى هريرة رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ.

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। বান্দার ক্ষমার গুণ দ্বারা আল্লাহ তার ইয্যত ও সম্মান বৃদ্ধি করেন। কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'।[৩৯]

প্রকাশ থাকে যে, সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা অতি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের এবং তারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কর্কশ ব্যবহারেরও অধিকারী। অনেকে আছে অতি নির্দয় ও অশালীন। আবার কেউ আছে অতীব শান্ত-শিষ্ট, নম্র ও বিনয়ী। এসব দোষ-ত্রুটি ছোট-বড় সবার মাঝে থাকতে পারে। মুমিনের আচার-ব্যবহার হবে অতি কোমল ও অতি কঠোরতার মধ্যবর্তী। কেননা অতি বিনয়ী হ'লে অধিকার বঞ্চিত হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচারিত হবে। আর অতি কঠোর হ'লে মানুষ তার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে। এজন্য মুমিনদের যথার্থ বিনয়ী-নম্র, কোমল, শান্ত-শিষ্ট ও দয়ার্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা মুমিনের বৈশিষ্ট্য বিরোধী। আচার-ব্যবহারে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার পাশাপাশি অহংকার, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। এসব মানব চরিত্রের দুষ্টক্ষত। এগুলি মানুষকে মনুষ্যত্বের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। এজন্য ইসলাম মানুষকে উদ্ধত ও দাম্ভিকতা পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহ দাম্ভিকতা পরিহারকারীদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ–

'এটা আখেরাতের সেই আবাস, যা আমি নির্ধারণ করি তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হ'তে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

৩৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৯৮, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬০২।*
৩৯. *মুসলিম, হা/২৫৮৮; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬০৩।*

দাম্ভিক-অহংকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না, এমর্মে তিনি বলেন, وَلاَتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ– ‘অবজ্ঞা ভরে তুমি লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে পসন্দ করেন না’ *(লুক্বমান ৩১/১৮)*।

মহান আল্লাহ অহংকারীর ভয়াবহ পরিণতি অবহিত করার জন্য কুরআন মাজীদে কারূণের ঘটনা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছেন- ‘কারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম ধন-ভাণ্ডার, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর! তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পসন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান করো এবং ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগ তুমি উপেক্ষা করো না। তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি সদাশয় হয়েছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না। সে বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানত না, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে (তা জানার জন্য) প্রশ্ন করা হবে না। কারূণ তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা কারূণকে যা দেয়া হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া তা কেউ পাবে না। এরপর আমি কারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। গতকাল যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে, আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭৬-৮২)*।

অহংকারীর পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ

حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ، 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক ছাহাবী বললেন, কোন লোক তো চায় যে, তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষণীয় হোক (এটাও কি খারাপ)? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। অহংকার হলো গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা'।[৪০]

অন্যত্র তিনি বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُسْتَكْبِرٍ. 'আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে সংবাদ দিব না? তারা হলো, প্রত্যেক অহংকারী, সীমালংঘনকারী, বদবখত ও উদ্ধত লোক'।[৪১]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আচার-ব্যবহারে অহংকার, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি পরিহার করা এবং বিনয়ী ও নম্র হওয়া মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোমল, তিনি কোমলতা পসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِيْ الْأُمُوْرِ كُلِّهِ. 'আল্লাহ কোমল ও মেহেরবান। তাই প্রতিটি কাজে তিনি কোমলতা ও মেহেরবানী পসন্দ করেন'।[৪২]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعَنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى مَا سَوَاهُ. 'আল্লাহ স্বয়ং কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতার মাধ্যমে এমন জিনিস দান করেন, যা কঠোরতার দ্বারা দেন না। আর কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তিনি তা দেন না'।[৪৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْئٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يَنْزِعَ مِنْ شَيْئٍ إِلاَّ شَانُهُ. 'যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয়, সেটাই দোষ-ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়'।[৪৪]

---

৪০. মুসলিম, হা/৯১; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬১২; আবুদাঊদ, হা/৪০৯১।
৪১. মুসলিম, হা/২৮৫৩; মিশকাত, হা/৫০৮৪; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬১৪।
৪২. বুখারী হা/৬৯২৭, মুসলিম, হা/২৫৯৩; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৩৩।
৪৩. মুসলিম, হা/২৫৯৩; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৩৪।
৪৪. মুসলিম, হা/২৫৯৪; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৩৫।

(ঘ) মানুষের সাথে সংশ্রব ও মেলামেশায় মধ্যপন্থা :

মানুষের সাথে মেলামেশায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কোন কোন মানুষ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী থাকা পসন্দ করে, কারো সাথে মিশতে চায় না। ফলে লোকজনও তার সঙ্গ পরিহার করে। আবার অনেকে আছে অত্যন্ত সঙ্গপ্রিয়, আড্ডাবাজ। তারা একাকী থাকতে পারে না, মানুষের সাথে মেলামেশা ও আড্ডায় তারা অধিকাংশ সময় নষ্ট করে। এমনকি বাজারে ও ক্লাবেই তাদের সময় কাটে। সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল ইত্যাদিতে তারা মশগূল থাকে। নিজের জন্য ও পরিবার-পরিজনের জন্য চিন্তা করার তাদের কোন ফুরসত থাকে না। এসবই বাড়াবাড়ি। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে প্রয়োজনে সাধ্যমত মানুষের সাথে মেশা বা তাদের সংস্পর্শে আসা এবং বিনা প্রয়োজনে তাদের সঙ্গ পরিহার করা। যাতে একেবারে জনবিচ্ছিন্ন না হয় এবং তাদের সাথে মত্ত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্যও ভুলে না যায়। তাই এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অতীব যরূরী। আর মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে সৎ, শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র, শালীনদের সাথে সংশ্রব রাখাই উত্তম। অসৎ, অভদ্র, অশালীন, অশিক্ষিত ও মূর্খদের সাহচর্য পরিহার করা বা তাদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ. 'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দান কর এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো' *(আ'রাফ ৭/১৯৯)*।

মুসলিম কার সাথে মিশবে ও সংশ্রব রাখবে এ সম্পর্কে হাদীছেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَّحْرِمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرِمُ عَلَيْهِ النَّارِ تَحْرِمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيْنٍ سَهْلٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এ বিষয়ে জানাব না যে, কোন্ লোক জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম, যে লোকদের নিকটে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে, যে কোমলমতি, নরম মেজায ও বিনম্র স্বভাববিশিষ্ট'।[৪৫]

عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُّحْذِيَكَ وَإِمَّا

---

৪৫. তিরমিযী, হা/২৪৮৮; মিশকাত, হা/৫০৮৪; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৬৪২, সনদ ছহীহ।

أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً،

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সৎ বা উত্তম সঙ্গী এবং অসৎ বা খারাপ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মিশক আম্বর ওয়ালা ও হাপর ওয়ালার ন্যায়। মিশক আম্বর ওয়ালা তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি সুগন্ধি লাভ করবে। আর হাপর ওয়ালা তোমার বস্ত্র জ্বালিয়ে দেবে কিংবা তার নিকট থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে'।[৪৬]

মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে যেমন মুত্তাক্বী, পরহেযগার, সচ্চরিত্রবান লোকের সাথে মিশতে হবে, তেমনি তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কেননা যারা মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, তার জন্য অনেক ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ. 'যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুমিন ব্যক্তির চেয়ে অধিক নেকী লাভ করে, যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টেও ধৈর্যধারণ করে না'।[৪৭]

মানুষের সাথে মেলামেশা সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ, জনসাধারণের উপরোল্লিখিত (সভা-সমিতি, উত্তম বৈঠক, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে) বৈঠক ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ, মেলামেশা ও উঠাবসা করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযাম প্রত্যেকের এই নীতি ও আদর্শ ছিল। পরবর্তীকালের ওলামায়ে কেরাম ও উম্মতের উৎকৃষ্ট মনীষীগণও একই আদর্শের অনুসরণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ) সহ ফিক্বহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামগণ ও অপরাপর ইসলামী চিন্তাবিদ সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা এবং সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকেই ইসলামী যিন্দেগীর সফলতার পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন'।[৪৮]

---

৪৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৫০১০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ।
৪৭. ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩২; তিরমিযী হা/২৫০৭।
৪৮. রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃ. ২২৬।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

অর্থনীতি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাহীন বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চোখ বন্ধ করে অধিক সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, উভয়বিধ অর্থব্যবস্থা হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-ঐশ্বর্যকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

ইসলামী শরী'আত এক্ষেত্রে মধ্যপন্থী ও ন্যায়নিষ্ঠ অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরী'আতে একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য জ্ঞান করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সম্মান, ইয্যত ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল করা হয়নি। অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ এককভাবে কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। ইসলামে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। ইসলাম হালাল দ্রব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

দান-খয়রাত বা খরচের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন কোন মানুষ আছে যারা দান-ছাদাক্বা ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মুক্তহস্ত। এমনকি কোন কোন সময় তারা ঋণ করেও খরচ করে। নিজের সামর্থ্যের প্রতি তাদের লক্ষ্য থাকে না। এসব কাজ থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَي عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. 'তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহ'লে তুমি তিরস্কৃত হয়ে বসে থাকবে' *(ইসরা ১৭/২৯)*।

মুমিনের কাজ হবে কৃপণতা না করা এবং নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি যথাযথ খেয়াল রাখা। প্রতিবেশী, দুঃস্থ, অসহায়, অভাবগ্রস্তদের দান না করে কৃপণতাবশে সম্পদ কুক্ষিগত করা যেমন অপরাধ, তেমনি নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সর্বস্ব দান করাও ঠিক নয়। বরং মুমিনের কাজ হবে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। এ সম্পর্কে অল্লাহ

বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 'তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী' *(ফুরক্বান ২৫/৬৮)*।

অর্থাৎ নিষিদ্ধ অপচয়-অপব্যয় ও নিন্দিত ব্যয়কুণ্ঠতা-কৃপণতার মধ্যবর্তী মিতাচার-মিতব্যয়িতা এবং অর্থসম্পদ খরচের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। এটাই হচ্ছে অর্থসম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কুরআনী বিধান। যে ব্যক্তি তা অবলম্বন করবে সে সৌভাগ্যবান হবে, মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে দুর্ভাগা হবে এবং ধ্বংসে নিপতিত হবে। অবশেষে সে আফসোস করবে।

আয়াতে যে মধ্যবর্তী অবস্থা বুঝানো হয়েছে, তা নিম্নোক্ত ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক তার মেয়ে ফাতিমাকে স্বীয় ভাতিজা ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। একদা তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের জীবনযাত্র কেমন চলছে? তখন ফাতিমা উত্তর দেন, الحسنة بين سيئتين: تعني بالحسنة الاعتدال في النفقة، وبالسيئتين الإسراف والتقتير الذي هو التضييق في النفقة. 'দুই খারাপের মধ্যে উত্তম। তিনি উত্তম বলে ব্যয়ে মিতাচারকে বুঝিয়েছেন এবং দুই খারাপ দ্বারা অপচয় ও কৃপণতাকে বুঝিয়েছেন'। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি ওমর ইবনু আব্দুল আযীযকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ব্যয়ভার কিভাবে নির্বাহ হয়ে থাকে? তিনি উত্তরে বললেন, দুই খারাপের মধ্যবর্তী উত্তম পন্থায়। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন। যেমন কবি আবু সুলায়মান আল-খাত্তাবী বলেন,

ولا تغلُ في شيءٍ من الأمرِ واقْتَصِدْ ... كلا طرفيْ قصدِ الأمورِ دَميمُ

'কোন কাজে তুমি বাড়াবাড়ি কর না, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। কাজের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার উভয় দিক (অতিরঞ্জন ও সংকোচন) নিন্দনীয়'।[৪৯]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. আন-নুহাস বলেন, আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী কাজে খরচ করা হচ্ছে অপচয়, আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় না করা হচ্ছে কৃপণতা আর তাঁর আনুগত্যে খরচ করাই হচ্ছে মধ্যপন্থা।

৪৯. কুরতুবী ২০/৩৬৫ পৃঃ।

২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি লক্ষ দেরহাম সত্য-সঠিক কাজে ব্যয় করে সেটা অপব্যয় নয়। পক্ষান্তরে যে এক দেরহাম অন্যায় পথে ব্যয় করে সেটা হচ্ছে অপচয়। আর যে হকের পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে সে কৃপণতা করে’। মুজাহিদ ও ইবনু যায়েদও অনুরূপ বলেছেন।

৩. ইবনু আতিয়া বলেন, কম হোক বেশী হোক পাপের কাজে খরচ করা থেকে শরী‘আত সতর্ক করেছে। অনুরূপভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকেও সাবধান করেছে। এসব দোষ-ত্রুটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আয়াতে ব্যয়ের ব্যাপারে যে আদব বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে শরী‘আত সম্মত তথা বৈধ কাজে এমন পরিমিত খরচ করা যাতে পরিবার-পরিজন ও অন্যের হক বিনষ্ট না হয়। কিংবা এমন কৃপণতা বা ব্যয় সংকোচন না করা যাতে পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত থাকে। অর্থাৎ অতিরঞ্জিত ব্যয়কুণ্ঠতা অবলম্বন করা। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে উত্তম ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা তথা মধ্যপন্থা।

৪. ইয়াযীদ ইবনু আবু হাবীব বলেন, (আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে) তারা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পোশাক পরিধান করে না এবং কেবল স্বাদ আস্বাদনের জন্য আহার করে না। ... তাঁরা হচ্ছেন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ। তাঁরা কেবল বিলাসিতা ও স্বাদ আস্বাদনের জন্য খাদ্য খেতেন না এবং শোভা বর্ধনের জন্য পোশাক পরতেন না। বরং তাঁরা ক্ষুধা নিবারণ ও আল্লাহর ইবাদতে শক্তি লাভের জন্য খাদ্য খেতেন। আর নিজেদের আব্রু ঢেকে রাখা ও ঠাণ্ডা-গরমের প্রকোপ থেকে বাঁচতে পোশাক পরিধান করতেন’।

৫. ওমর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আছেমকে বলেন, ‘হে বৎস! তুমি অর্ধ পেট খাও এবং কাপড় না ছেড়া পর্যন্ত তা ছুড়ে ফেলে দিও না। তুমি ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহ প্রদত্ত সবই তাদের পেট ও পীঠে রাখে। অর্থাৎ খায় ও পরিধান করে’।[৫০]

অতএব খরচের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মুমিনের জন্য কর্তব্য। যেমন হাদীছে এসেছে, আবুছ ছালত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর কাছে তাকদীর (ভাগ্য) সম্পর্কে জানাতে চেয়ে পত্র লিখল। উত্তরে তিনি লিখলেন, أَمَّا بَعْدُ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالِاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكُفُوا

---

৫০. কুরতুবী ২০/৩৬৫; ফাতহুল ক্বাদীর ৫/৩৮৫।

مُؤْنَتَهُ فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ، 'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার, তাঁর হুকুম পালনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নাতের অনুসরণ করার, তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভের ও সংরক্ষিত হওয়ার পর বিদ'আতীদের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করার। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা তোমার কর্তব্য। কেননা এ সুন্নাত তোমাদের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে রক্ষাকবয'।[৫১]

আবার আল্লাহ মানুষকে খেতে ও পান করতে বলেছেন, কিন্তু অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ 'তোমরা খাও ও পান করো, অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ 'অপব্যয় কর না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনু ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*। নবী করীম (ছাঃ)ও বলেন, كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا فِيْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ– 'তোমরা খাও, দান কর, পরিধান কর অপব্যয় ও অহংকার ব্যতিরেকে'।[৫২] কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপব্যয়ের মাধ্যমে সম্পদ বিনষ্ট করাকে আল্লাহর অসন্তোষের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ– 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজের উপর সন্তুষ্ট এবং তোমাদের তিনটি কাজের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তা হ'ল- ১. তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, ২. তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ করবে ও বিচ্ছিন্ন হবে না, ৩. যাকে আল্লাহ তোমাদের শাসক বানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল কামনা করবে। তিনি তোমাদের যে তিনটি কাজ অপসন্দ করেন তা হ'ল।- ১. বাদানুবাদ ২. অধিক যাচঞা করা ৩. সম্পদের অপচয় করা'।[৫৩]

---

৫১. আবু দাঊদ হা/৪৬১২, সনদ ছহীহ।
৫২. নাসাঈ হা/২৫১২; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫।
৫৩. মুসলিম হা/১৭১৫।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপব্যয় করা হচ্ছে সম্পদ ধ্বংসের কারণ এবং অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের ফলে আল্লাহর অসন্তোষে নিপতিত হ'তে হয়। তেমনি পার্থিব জীবনে বিলাসিতাও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং সহজ-সরল জীবন যাপনই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। এসম্পর্কে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে বলেন, إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ– 'তুমি সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আল্লাহর বান্দারা বিলাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয় না'।[৫৪]

অতএব অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসী জীবন পরিহার করে কেবল মধ্যপন্থী জীবন যাপন করাই মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে মধ্যপন্থী জীবন যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন।

বিচার-ফায়ছালা ও সাক্ষ্যদানে মধ্যপন্থা

আমাদের সমাজে ও দেশে এমন অনেক বিচারক আছেন যারা ন্যায়বিচার করেন, তার বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী ন্যায়ানুগ ফায়ছালা দিতে চেষ্টা করেন। তাদের জন্যই পরকালে ক্বিয়ামতের মাঠে আরশের নিচে ছায়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ. 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হ'লেন ন্যায়বিচারক নেতা বা শাসক'।[৫৫]

ন্যায়বিচার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ أَنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَأَنْ تَلْوُا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতিও হয় তবুও। কেউ যদি

৫৪. আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৬২, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৯৪।
৫৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৭০১, 'ছালাত' অধ্যায়।

ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى– 'যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর। যদিও সে আত্মীয় হয়' *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। এসব আয়াত সকল প্রকার গোঁড়ামি পরিহার করে ন্যায়নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়, তেমনি সকল কাজে ইনসাফ অলম্বন কামনা করে। এতে মর্যাদাবান লোকের মর্যাদাকে তুচ্ছ করাও অন্যায়। আর ন্যায়নীতি ও ইনছাফ অপরাধ ও শত্রুতা থেকে দূরে থাকার প্রতি নির্দেশ করে। সবার প্রতি সহানুভূতিশীল, এমনকি বিরোধীদের প্রতিও সহানুভুতিশীল হওয়ার দাবী করে।

সমাজে এমন অনেক বিচারক রয়েছেন যারা পক্ষপাতমূলক ফায়ছালা দেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কোন এক পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রায় বা ফায়ছালা প্রদান করেন। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا إِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না, সুবিচার করবে। এটাই আল্লাহভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

বিচার-ফায়ছালায় মানুষ বেশী নির্যাতনের শিকার হয়। তাই বিচার যাতে সুষ্ঠু হয় এবং মানুষও নির্যাতিত না হয়, সেজন্য রাসূল রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতে নিষেধ করেছেন। বরং স্বাভাবিক অবস্থায় বিচার করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ– 'কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'পক্ষের মাঝে বিচার-ফায়ছালা না করে'।[৫৬] আবার তিনি সঠিক বিচারকের

---

৫৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৩১।

পুরস্কার জান্নাত এবং অন্যায় বিচারকের বাসস্থান জাহান্নাম বলে ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে না জেনে অজ্ঞভাবে বিচার করতেও তিনি নিষেধ তরেছেন। তিনি বলেন, الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ– 'বিচারক তিন প্রকারের হয়ে থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকারের জন্য জান্নাত এবং দুই প্রকারের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। সে বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যিনি সত্যটি উপলব্ধি করেছেন এবং তদনুযায়ী বিচার করেছেন। আর যে বিচারক সত্য উপলব্ধি করেও বিচারের মধ্যে অন্যায় (যুলুম) করল, সে বিচারক জাহান্নামী। অনুরূপভাবে সে বিচারকও জাহান্নামে প্রবেশ করবে যে, অজ্ঞতার সাথে মানুষের মধ্যে বিচার করল' (এবং ভুল ফায়ছালা দিল)।[৫৭]

সুতরাং বিচার-ফায়ছালা ও সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। অবিচার ও মিথ্যাসাক্ষ্য থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে কিংবা পক্ষপাতমূলকভাবে বিচার করা কিংবা সাক্ষ্য প্রদান করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য বিরোধী। তাই এক্ষেত্রে ইনছাফ করাই ইসলামের দাবী।

তাছাড়া যোগ্য-দক্ষ বিচারক নিয়োগ করা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য, যাতে দেশের জনগণ হক বিচার পায়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

(রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, (যখন) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আমাকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, অথচ আমি একজন যুবক, বিচার বা শাসন সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরকে অচিরেই সৎপথ প্রদর্শন করবেন এবং তোমার যবানকেও সঠিক রাখবেন। অতঃপর তিনি

৫৭. আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৩৫, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৬১৪।

বললেন, যখন দুই ব্যক্তি (বাদী ও বিবাদী) কোন এক ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হয়, তখন প্রতিপক্ষের কথাবার্তা না শোনা পর্যন্ত বাদীর পক্ষে (ডিক্রী) রায় প্রদানব করবে না। কেননা প্রতিপক্ষের বর্ণনা হতে মোকদ্দমার রায় প্রদানে তোমার মদদ ও সাহায্য মিলবে। আলী (রাঃ) বলেন, (রাসূল ছাঃ-এর দো'আর পর) আমি আর কোন মোকদ্দমায় সন্দেহে পতিত হইনি'।[৫৮]

অতএব আল্লাহভীরু, সৎ-যোগ্য বিচারক নিয়োগ দানের মাধ্যমে জনসেবায় ব্রতী হওয়া দায়িত্বশীলদের কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলা করা হলে মানুষ যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন।

আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

আবেগ, অনুভূতি, ভালবাসা-ঘৃণা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালবাসায় সীমাতিক্রম করা বা শত্রুতার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রে পাপাচারে লিপ্ত হওয়াও নিষিদ্ধ, বরং এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনই ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না, সুবিচার কর। এটাই আল্লাহভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا، وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا،

আলী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বন্ধুর সাথে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বজায় রাখ (বাড়াবাড়ি কর না), হ'তে পারে সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শত্রুর সাথে স্বাভাবিক শত্রুতা বজায় রাখ (আধিক্য দেখিও না), হ'তে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে'।[৫৯]

---

৫৮. আবু দাউদ হা/৩৫৮২; তিরমিযী হা/১৩৫৪ সনদ হাসান।
৫৯. তিরমিযী, হা/২০৬৫, 'সৎকাজ ও সদাচরণ' অধ্যায়; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ, হা/১৩২১।

কোন কোন সময় মানুষ স্বীয় বন্ধুর ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়, বন্ধুর ভালবাসায় মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। আবার কোন সময় তার সাথে ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে। ফলে তার সাথে হিংসা, হানাহানি ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এমনকি ক্রোধের কারণে ক্ষমার ফযীলত গ্রহণ করা থেকেও সে বিরত থাকে। তাই মুমিনের জন্য আবেগ, অনুভূতি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন আবশ্যক, যাতে সে আবেগতাড়িত হয়ে আশোভন আচরণে লিপ্ত না হয়। সুতরাং ভালবাসা, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

এক শ্রেণীর মানুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক মতাদর্শ নিয়ে দেশ, জাতি ও ইসলামের মধ্যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে থাকে। তাদের মতাদর্শ হচ্ছে-

১. হুকুমদাতা একমাত্র আল্লাহ, মানুষের হুকুম দানের অধিকার নহে। দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০, ৬৭)*। এ আয়াতের অর্থ না বোঝার কারণে ছিফফীনের যুদ্ধে শালিস নিযুক্ত করার কারণে খারেজীরা আলী, মু'আবিয়া সহ সকল ছাহাবীকে কাফের আখ্যায়িত করে এবং আলী (রাঃ) তাদের হাতে নিহত হন।[৬০] অথচ এ আয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলা এবং চূড়ান্ত ফায়ছালাকারীও তিনি। তাঁর সৃষ্টি হিসাবে মানুষ তাঁরই বিধান মেনে চলবে। এক্ষেত্রে কেউ প্রজাদের উপর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে পারবে শরী'আতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে।[৬১] রাসূলের বাণী অনুযায়ী এই প্রতিনিধি ভাল বা খারাপ হ'তে পারে।[৬২]

২. আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফের। প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. 'আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসক কোন অন্যায় করলে বা তা প্রতিরোধ না করলে এবং আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা না করলে উক্ত আয়াতের আলোকে তারা ঐ শাসকগোষ্ঠীকে কাফের বলে গণ্য করে এবং

---

৬০. *প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আধুনিক যুগ: ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি (ঢাকা : ২০০৩), পৃ. ১২৩।*

৬১. *মিশকাত, হা/৩৬৬১-৬৪ ও হা/৩৬৯৪, 'ইমারত' অধ্যায়।*

৬২. *বুখারী, হা/৭০৫২; মুসলিম, হা/৪৭৫২; মিশকাত, হা/৩৬৭১, 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।*

তাদের হত্যা করা বৈধ মনে করে। অথচ পরবর্তী দু'টি আয়াতে একই ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্য এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ. 'আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা যালেম' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. 'আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা ফাসেক' *(মায়েদাহ ৫/৪৭)*। এসব ক্ষেত্রে তারা লক্ষ্য রাখে না যে, আয়াতে বর্ণিত একই হুকুমের জন্য কাফের, যালেম ও ফাসেক কখন হবে কিংবা কার জন্য কোন হুকুম প্রযোজ্য?

প্রথম আয়াতটি *(মায়েদাহ ৫/৪৪)* ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারাগারে বন্দী বন্ধুদেরকে যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তার বর্ণনা। তিনি পরে জেল হ'তে মুক্তি পেয়ে তৎকালীন মিসরের কুফরী হুকূমতের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা 'আযীযে মিছরে'র অধীনে খাদ্যবিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সূরা মায়েদাহ্র পরবর্তী আয়াতগুলি আহলে কিতাবগণকে তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করার জন্য বলা হয়েছে।

এ আয়াতগুলি যদি সাধারণ অর্থে নেওয়া হয়, তাহ'লে প্রথম আয়াতটি 'হুকুমে তাকভীনী' বা প্রাকৃতিক বিধান অর্থে নিতে হবে, যার একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্র হাতে। এর অর্থ কখনোই রাষ্ট্রীয় বিধান নয়, যা পরিষ্কারভাবে 'হুকুমে আক্বলীর' অন্ত র্ভুক্ত। এটির অর্থ 'হুকমে শারঈ'ও নয়। তা যদি হ'ত তাহ'লে ইউসুফ (আঃ) নিজে নবী হয়ে এবং নিজে এই আয়াতের প্রবক্তা হয়ে তার বিরোধিতা করে কুফরী হুকূমতের অধীনে কোন দায়িত্ব পালন করতেন না। বরং হুকূমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতেন।

অতঃপর সূরা মায়েদাহ্র আয়াতগুলি ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের বিধান হিসাবে গণ্য হবে। যেন বিচারকগণ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করেন। অবশ্য যদি কোন বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট দলীল না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে বিচারক ইজতেহাদের ভিত্তিতে রায় দিতে পারবেন।[৬৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াতের فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ- এর ব্যাখ্যায় বলেন, ليس بالكفر الذى يذهبون اليه 'এর অর্থ কুফরী নয়, যেদিকে

৬৩. *বুখারী হা/৭৩৫২।*

লোকেরা গিয়েছে'।[৬৪] ত্বাঊস বলেন, ليس بكفر ينقل عن الملة 'এর অর্থ ঐ কুফরী নয় যা তাকে ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়'। আত্বা বলেন, এটি কুফরীর পরেই সবচেয়ে বড় পাপ' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। এক্ষণে আয়াতগুলির মর্ম হ'ল এই যে, যদি কোন মুসলিম বিচারক আল্লাহকৃত কোন হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বাস্তবে উক্ত হারাম কর্ম সম্পাদন করেন, তাহ'লে তিনি ফাসেক ও পাপিষ্ঠ মুসলিম হিসাবে গণ্য হবেন। তার বিষয়টি আল্লাহ্র উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে। চাইলে তিনি তাকে আযাব দিবেন, চাইলে ক্ষমা করবেন। কেননা কবীরা গুনাহগার মুসলিম 'কাফের' হয় না। তবে খারেজীদের মতে ঐ ব্যক্তি কাফের *(কুরতুবী)*। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তার রক্ত হালাল। *[অনেকে সূরা মায়েদাহ্র উক্ত আয়াত তিনটিকে তাদের চরমপন্থী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেটা অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়]।*

উপরোক্ত আয়াতগুলির বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে একশ্রেণীর লোক দেশে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, মনে করে যে তারা জিহাদ করছে। তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা মরলে গাযী ও বাঁচলে শহীদ। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে ছালাত আদায় করে সে যেমন কাফের নয়, তেমনি তাকে হত্যা করাও বৈধ নয়। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّي صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ، فَلاَ تَخْفِرُوْا اللهَ فِيْ ذِمَّتِهِ– 'যে ব্যক্তি আমাদের মত ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবহকৃত প্রাণী ভক্ষণ করে সে মুমিন। তার ব্যাপারে আল্লাহ্র এবং তাঁর রাসূলের যিম্মা রয়েছে। সুতরাং যিম্মা পালনের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না'।[৬৫] তেমনি ছালাত আদায়কারী কোন মুসলমানকে হত্যা করা ইসলাম বহির্ভূত। এ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّي يَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

---

৬৪. *হাকেম ২/৩১৩ পৃঃ হাদীছ ছহীহ।*
৬৫. *বুখারী, মিশকাত, হা/১৩ 'ঈমান' অধ্যায়।*

'আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আর যদি না তারা ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। কিন্তু যদি তারা এসব পালন করে তাহলে আমাদের নিকট থেকে তার জান-মাল নিরাপদে থাকবে। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব হবে আল্লাহ্র নিকটে'।[৬৬]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হচ্ছে প্রত্যেকে নিজের সমর্থিত দলকে সঠিক মনে করে থাকে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ 'প্রত্যেকে নিজেদের নিকট যা আছে তা নিয়েই গর্বিত' *(মুমিনূন ২৩/৫৩)*।

এমনকি সমর্থিত দলের প্রতি মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এতই গোঁড়া সমর্থক হয়ে পড়ে যে, দলের কোন ভুলও তার কাছে সঠিক মনে হয়। দলের যে কোন সিদ্ধান্তই তার কাছে চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কুরআন-হাদীছের নির্দেশকেও উপেক্ষা করে। এসবই বাড়াবাড়ি। এগুলি পরিহার করে এক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

সমাজের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেখানে পেশী শক্তির প্রাবল্য বিদ্যমান। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো একদিকে মানবাধিকারের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো বালাই ছিল না। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ন ও হত্যা করে তার সর্বস্ব লুটে নেয়াকেই বড় কৃতিত্ব মনে করা হ'ত। জনৈক ব্যক্তির চারণভূমিতে অন্যের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতি সাধন করায় গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যায়, যা চলে শতাব্দীকালব্যাপী। এতে নিহত হয় অসংখ্য বনু আদম। নারীদের মৌলিক অধিকার প্রদান তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হতো না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা। অপরদিকে এরূপ নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হতো। জীব হত্যাকে তো দস্তুর মত মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হতো। আল্লাহর হালালকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে অন্যায় মনে করা হতো। বর্তমান বিশ্বেও কোন কোন জাতির মধ্যে এসব প্রচলন দেখা যায়।

---

৬৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত, হা/১২, 'ঈমান' অধ্যায়।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ ও তাদের শরী'আতে এসব বাড়াবাড়ির অবসান ঘটানো হয়েছে। তারা মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। কেবল শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়; বরং যুদ্ধক্ষেত্রে, জিহাদের ময়দানেও প্রাণবিনাশী শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের জন্য নির্ধারিত সীমা লংঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার নীতি শিক্ষা দিয়েছে।

সুতরাং মুমিনের সকল কাজ হবে মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। এতে যেমন কোন বাড়াবাড়ি থাকবে না, তেমনি থাকবে না সীমালংঘনও। কেননা মানব জীবনে চরমপন্থা যেমন দূষণীয় তেমনি সীমালংঘনও বর্জনীয়। মুমিনের সকল কাজ নম্রতা, ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হ'তে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মানবকল্যাণ। যাতে মানবতার জন্য কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণ থাকবে না। যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ হবে সমুন্নত, যে আদর্শ দেখে অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর এটাই মুমিনের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

ইসলামে নিজের উপর বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ

নিজের উপরে কঠোরতা আরোপের মাধ্যমে দ্বীনে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন শরী'আত সম্মত নয়। আহনাফ ইবনে কায়েস আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ، قَالَهَا ثَلاَثًا. 'সীমালংঘনকারীরা ধ্বংস হোক। এটা তিনি তিনবার বলেন'।[৬৭] তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ 'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আমল কর। আর আল্লাহ প্রতিদান বন্ধ করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হও। আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে স্থায়ী আমল, যদিও তা পরিমাণে কম হয়'।[৬৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মাঝে খুৎবা দিচ্ছেলেন। সেখানে এক লোক দণ্ডায়মান ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে

৬৭. মুসলিম হা/২৬৭০।
৬৮. বুখারী, হা/২২০, ৫৪১৩।

লোকেরা বলল, সে হচ্ছে আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং ছিয়াম পালন করবে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে বল, কথা বলতে, ছায়া গ্রহণ করতে, বসতে এবং ছিয়াম পূর্ণ করতে'।[৬৯]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় তার নিকট এক মহিলা উপবিষ্ট ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আয়েশা (রাঃ) বললেন, এ অমুক মহিলা, যিনি অতি ছালাতগুযার (তিনি একজন বড় মুছল্লী, যিনি দিন-রাত নফল ছালাত আদায় করেন, এমনকি রাতেও ঘুমান না)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, থাম, (এ মহিলা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়)। তোমাদের পক্ষে (ফরয ব্যতীত) ঐ পরিমাণ (নফল) ইবাদত করা উচিত, যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ পরিশ্রান্ত হবেন না (অর্থাৎ ইবাদত করতে করতে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়, ক্লান্ত হয়ে যায়, পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। আর তখন সে নিজেই অপারগ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ ছওয়াব প্রদানে অপারগ হন না। তিনি অসীম ছওয়াব প্রদানকারী)। দ্বীনি কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় ও পসন্দনীয় (নফল) ইবাদত হচ্ছে ঐ ইবাদত, যা ইবাদতকারী অব্যাহত রাখতে পারে'।[৭০]

আল্লাহ যেসব জিনিস হালাল করেছেন, তা মানুষ নিজের জন্য হারাম করতে পারে না। এটা তার জন্য সমীচীন নয়, বৈধও নয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ– 'বলুন, আল্লাহ্‌র সাজ-সজ্জাকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তু সমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নে'আমত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং ক্বিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াত সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা অনুধাবন করে' *(আ'রাফ ৭/৩২)*।

ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকলে তাদের অবস্থা এক রকম থাকতো, আবার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির সংস্পর্শে গেলে অবস্থা ভিন্ন হ'ত। এ পরিস্থিতির কথা ছাহাবাগণ রাসূলের নিকট পেশ করলে তাদের প্রতি সহজকরণে ও জটিলতা দূরীকরণে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন। হানযালা আল-

---

৬৯. বুখারী হা/৬২১০।

৭০. বুখারী হা/৪৩, মুসলিম হা/৭৮৫; নাসাঈ হা/১৬২৪; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪২, পৃ. ৭৫।

উসয়্যেদী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করল, হে হানযালা! তুমি কেমন আছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, হানযালা মুনাফিকী করছে। আবু বকর বললেন, সুবহানাল্লাহ, তুমি কি বল? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলের নিকটে থাকি, তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন (উপদেশ দেন), যেন আমরা চাক্ষুস দেখছি। অতঃপর আমরা যখন রাসূলের নিকট থেকে বেরিয়ে আসি, আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততির সাথে মিলিত হই, অর্থ-সম্পদের সাথে জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কিছু ভুলে যাই। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমিও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই। তখন আমি ও আবু বকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে (মুনাফিকী করছে)। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি তখন আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, এমনিভাবে যেন আমরা সরাসরি/চাক্ষুস দেখছি। কিন্তু আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যখন আমরা আমাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির সাথে মিলিত হই, সম্পদের সাথে জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কিছু বিস্মৃত হই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার হাতে আমার জীবন সে সত্তার কসম! আমার নিকট থাকতে তোমরা যে অবস্থায় থাক, অনুরূপ যদি সর্বদা স্থায়ীভাবে থাকতে এবং স্মরণে রাখতে, তাহ'লে ফেরেশতারা তোমাদের শয্যায় (বিছানায়) ও তোমাদের পথে এসে তোমাদের সাথে মুছাফাহা (করমর্দন) করত। কিন্তু হে হানযালা! মাঝে মাঝে বা কখনো কখনো (এরূপ হবে) এটা তিনি তিনবার বললেন'।[৭১]

ইসলাম মধ্যপন্থী ধর্ম

ইসলাম একটি মধ্যপন্থী ধর্ম। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 'অনুরূপভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী জাতি করেছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও। আর রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। সুতরাং ইসলাম এমন একটি মধ্যপন্থী ধর্ম যাতে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের কোন স্থান নেই। ইহুদীরা তাদের নবীদেরকে হত্যা করেছিল। নাছারারা তাদের নবীকে উপাস্য বানিয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيْقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيْقاً يَقْتُلُوْنَ 'আমি বানী ইসরাঈলের

---

৭১. *মুসলিম, হা/২৭৫০।*

নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করে ফেলত' *(মায়েদাহ ৫/৭০)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন' *(আলে ইমরান ৩/২১)*। ইহুদীরা নবীগণের প্রতি এমন কর্ম ও গুণ-বৈশিষ্ট্য আরোপ করত যা তাঁদের অনুসারী সাধারণ মুমিনদের প্রতি আরোপ করাও সমীচীন নয়, নবীগণ তো দূরের কথা। তারা সুলায়মান (আঃ)-এর প্রতি জাদুবিদ্যা চর্চা, অতঃপর কুফরী এবং মূর্তি পূজার অপবাদ আরোপ করে। আল্লাহ তাদের একথা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতঃ তাকে সর্বৈব মিথ্যা আখ্যায়িত করে বলেন, كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُوْلُوْنَ إِلاَّ كَذِباً 'কত কঠিন কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা যা বলে তা তাতো সবই মিথ্যা' *(কাহফ ১৮/৫)*।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে তাদের ধারণাসমূহ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, '(ইহুদী-নাছারারা) ঐ সবের অনুসরণ করে থাকে, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। (তাদের দাবী অনুযায়ী) সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার উপরে যা নাযিল হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। বস্তুতঃ তারা (হারূত-মারূত) উভয়ে একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা এসেছি পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তুমি (জাদু শিখে) কাফির হয়ো না। কিন্তু তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত তদ্বারা তারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। লোকেরা তাদের কাছে শিখত ঐসব বস্তু যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের কোন উপকার করে না। তারা ভালভাবেই জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করবে, তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত। যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহভীরু হ'ত, তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত, যদি তারা জানত' *(বাক্বারাহ ২/১০২-১০৩)*।

তারা তাদের পরিবর্তিত তাওরাতে কোন কোন নবীর প্রতি এমনসব বিষয় আরোপ করেছে, যা তাঁদের লজ্জাকর, অমর্যাদাকর চরিত্র প্রমাণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম বিশৃংখলা-বিপর্যয় তারা সৃষ্টি করেছিল, যা তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। যেমন তারা ধারণা করত এবং বলতো উযাইর আল্লাহ্র পুত্র *(তওবা ৯/৩০)*।

অনুরূপভাবে নাছারাদের আক্বীদা-বিশ্বাসও ছিল পরিবর্তিত ও ভ্রান্ত। তারা ধারণা করত যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র আল্লাহ। কুরআনে এই উভয় সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, 'ইহুদীরা বলে যে, উযাইর আল্লাহ্র পুত্র এবং নাছারারা বলে মাসীহ (ঈসা) আল্লাহ্র পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মা'বূদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র' *(তওবা ৯/৩০-৩১)*।

ইহুদীদের যুলুম ও সীমালংঘনের কারণে তারা আল্লাহ্র শাস্তিতে নিপতিত হয়েছিল। তাদের প্রতি কঠোর বিধান আরোপিত হয়েছিল তাদের নিজেদের উপর কঠোরতা করার কারণে। যেমন বানী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি নিহত হ'লে হত্যাকারী কে তা নিরূপণ করা যাচ্ছিল না। ফলে তাদের মাঝে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। প্রত্যেকেই সন্দেহ থেকে নিজেকে মুক্ত দাবী করে এবং অন্যের প্রতি সংশয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সমস্যা মূসা (আঃ)-এর নিকট গেলে তিনি তাদেরকে একটি গাভী যবেহ করে তার একটা অংশ দ্বারা মৃতের গায়ে আঘাত করতে বললেন। যাতে আল্লাহ হত্যাকারীকে চিনিয়ে দিবেন। এমতাবস্থায় তাদের জন্য যরূরী ছিল নবীর নির্দেশ প্রতিপালনে যে কোন একটি গাভী যবেহ করা। কিন্তু তারা বাড়াবাড়ি করল, নবীর নির্দেশকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করল। তারা গাভীর গুণাগুণ সম্পর্কে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগল। এতে তারা যত কঠোরতা করেছিল, আল্লাহও তাদের প্রতি কঠিন বিধান আরোপ করলেন। অবশেষে তাদের প্রশ্নের আলোকে বর্ণিত গুণ বিশিষ্ট গাভী যবেহের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ঘটনা কুরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে, 'যখন মূসা স্বীয় কওমকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? তিনি বললেন, জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা বলল, তাহলে আপনি আপনার

পালনকর্তার নিকটে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তিনি বলে দেন, গাভীটি কেমন হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন গাভীটি এমন হবে, যা না বুড়ী না বকনা বরং দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। এখন তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তা সেরে ফেল। তারা বলল, আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করুন যে, গাভীটির রং কেমন হবে। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি হবে চকচকে গাঢ় পীত বর্ণের, যা দর্শকদের চক্ষু শীতল করবে। লোকেরা আবার বলল, আপনি আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি বলে দেন যে, গাভীটি কিরূপ হবে। কেননা একই রংয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ গাভী অনেক রয়েছে। আল্লাহ চাহে তো এবার আমরা অবশ্যই সঠিক দিশা পেয়ে যাব। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সে গাভীটি এমন হবে, যে কখনো ভূমি কর্ষণ বা পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়, সুঠামদেহী ও খুঁৎহীন। তারা বলল, এতক্ষণে আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল। অথচ তারা (মনের থেকে) যবেহ করতে চাচ্ছিল না। অতঃপর আমি বললাম, যবেহকৃত গরুর গোশতের একটি টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশের গায়ে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। যাতে তোমরা চিন্তা কর। অতঃপর তোমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেল। যেন তা পাথর, এমনকি তার চেয়েও শক্ত। পাথরের মধ্যে এমন আছে, যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন' *(বাক্বারাহ ২/৬৭-৭৪)*।

ইহুদীরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ প্রতিপালন না করে যুলুম করেছে, ন্যায়পরায়ণতার সীমাঅতিক্রম করেছে। এমনকি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। যে কারণে শাস্তি স্বরূপ অনেক পবিত্র জিনিস তাদের জন্য হারাম ছিল, তাদের নিজেদের কঠোরতার কারণে তাদের উপর অনেক কঠিন শারঈ বিধান আরোপিত হয়েছিল। যেমন গোনাহ থেকে তওবার জন্য আত্মহত্যা, কাপড়ে লেগে যাওয়া নাজাসাত (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্রতা লাভের জন্য ঐ অপবিত্র স্থান কেটে ফেলা। জীব-জন্তুর চর্বি, নখর বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এবং গণীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তাদের জন্য হারাম ছিল। ইবাদতে কছর করা নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।[৭২]

---

৭২. *ওয়াসাতিয়াতুল ইসলাম, পৃঃ ১০৩।*

আল্লাহ বলেন, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْراً، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً– ‘বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পুত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন। আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব’ *(নিসা ৪/১৬০-৬১)*।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা তাদের নবী মুহম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যে অহী নাযিল হয়, তা ব্যতীত দ্বীনের ব্যাপারে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। আর তাঁর পুংখানুপুংখ অনুসরণ ও তাঁর প্রতি সহমর্মী হ’তে উম্মতে মুসলিমা আদিষ্ট। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ‘আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى– ‘তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না।। নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) অহী ব্যতীত নয় যা প্রত্যাদেশ করা হয়’ *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعاً الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيْتُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ‘বলুন, হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্র রাসূল। সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হ’তে পারে’ *(আ‘রাফ ৭/১৫৮)*। তিনি আরো

বলেন, قُلْ أَطِيْعُواْ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ 'বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْراً 'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

মুসলমানদেরকে রাসূলের সাথে কথা-বার্তা ও তাঁকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না' *(হুজুরাত ৪৯/২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। তিনি মানবীয় ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। যেমন অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম দ্বীন শিক্ষার জন্য রাসূলের দরবারে এসে প্রশ্ন করেন। কিন্তু তখন তাঁর সামনে কুরাইশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা উপবিষ্ট ছিল। যাদের ইসলাম কবুলের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন। তাই আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূমের প্রশ্নের উত্তর দেননি। এজন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি বলেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى، أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى، أَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.

'তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। অথবা উপদেশ গ্রহণ

করতো এবং উপদেশে তার উপকার হতো। পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগূল। সে শুদ্ধ না হ'লে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো, এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশ বাণী। অতএব যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে' *(আবাসা ৮০/১-১২)*।

অনুরূপভাবে বদর যুদ্ধে বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দিলে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ، لَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. 'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্বে থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহ'লে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছত' *(আনফাল ৮/৬৭-৬৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কৃত ইজতেহাদ ও তার জন্য কুরআন মাজীদের তিরস্কার প্রমাণ করে যে, তিনি মানুষ ছিলেন। এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে খেজুর গাছের তাবীরের (পরাগায়নের) ঘটনায়। রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) মদীনায় আসলেন। তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তাবীর করতো, তারা বলতো যে, তারা খেজুর গাছে পরাগায়ন করছে (পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলে লাগাচ্ছে)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এটা কেন কর? তারা বলল, আমরা এমনিতে করে থাকি। তিনি বললেন, যদি তোমরা এটা না করতে তাহলে ভাল হতো। ফলে তারা এ কাজ ছেড়ে দিল। এতে ফুল ঝরে গেল বা ফলন হ্রাস পেল। রাবী বলেন, তারা এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. 'আমি একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনের কোন বিষয়ে নির্দেশ দেব তখন তা গ্রহণ করবে।

আর যখন আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দেব, তাহলে অবশ্যই আমি একজন মানুষ'।[৭৩]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা চার রাক'আতের স্থলে পাঁচ রাক'আত ছালাত আদায় করেন ভুলবশতঃ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের পাঁচ রাক'আত ছালাত পড়ালেন। আমরা তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছালাত কি বেশি করা হয়েছে? তিনি বললেন, সেটা কি? ছাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তিনি বললেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوْنِيْ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ 'আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমন ভুলে যাই। সুতরাং যখন আমি ভুলে যাব, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ যদি ছালাতের মধ্যে সন্দেহ করে তাহলে সে সঠিকের দিকে মনোযোগ দিবে এবং তার উপরে ছালাত পূর্ণ করবে। তারপর দু'টি সিজদা করবে। অতঃপর তিনি সাহু সিজদাহ করলেন'।[৭৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় যখন তাঁর একটি নিকটে বিচার মীমাংসার জন্য আসে, তখন তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। আমার নিকট বিবাদ (মীমাংসার জন্য) আসে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে অপরের চেয়ে অধিক স্পষ্টভাষী। আমি ভাবি নিশ্চয়ই সে সত্য বলেছে। তখন আমি তার পক্ষে রায় (সিদ্ধান্ত) দেই। আর আমি যদি কোন মুসলমানের হকের ব্যাপারে তার পক্ষে রায় দেই। তাহলে জেনে রাখ সেটা জাহান্নামের টুকরা। অতএব সে এটা গ্রহণ করুক অথবা পরিত্যাগ করুক'।[৭৫]

আবার মানুষের ন্যায় রাযী-খুশি ও রাগ-ক্রোধ তাঁর মধ্যে ছিল। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আনাসের মা উম্মু সুলাইমের নিকট একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ ঐ ইয়াতীম বালিকাকে দেখে বললেন, তুমি কি সেই? তুমি বড় হবে কিন্তু তোমার বয়স বেশি হবে না। ইয়াতীম বালিকাটি উম্মে সুলাইমের নিকট কাঁদতে কাঁদতে গেল। উম্মু সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি

৭৩. মুসলিম হা/২৩৬২।
৭৪. বুখারী, হা/৩৮৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'কিবলার দিকে মুখকরণ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হা/৮৯২।
৭৫. বুখারী হা/২২৭৮।

হয়েছে, হে বেটি? মেয়েটি বলল, আল্লাহ্‌র নবী আমার জন্য বদ দো‘আ করেছেন, আমার বয়স যেন বেশি না হয়। সুতরাং আমার বয়স কখনই বেশি হবে না। তখন উম্মু সুলাইম দ্রুত তার ওড়না মাটিতে টানতে টানতে বের হ’লেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মু সুলাইম! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)! আমার ইয়াতীম মেয়ের জন্য বদ দো‘আ করেছেন কি? রাসূল (ছাঃ) সেটা কি হে উম্মু সুলাইম? তিনি বললেন, মেয়েটি ধারণা করছে, আপনি দো‘আ করেছেন যেন তার বয়স বেশি না হয় এবং পার্শ্ব দেশের চুল বড় না হয়। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং বললেন, তুমি জান না যে, আল্লাহ্‌র সাথে আমার শর্ত আছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِيْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوْرًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। মানুষের মতই আমি সন্তুষ্ট ও রুষ্ট হই। আমি কখনও উম্মতের কারো জন্য বদ দো‘আ করলে, সে তার হকদার হবে না। আমি কেবল তার পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা ও কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনায় তা বলে থাকি’।[৭৬]

ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিজেদের জীবনের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর হাত ধরেছিলন। ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি সবকিছু থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়, কিন্তু আমার জীবন থেকে নয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তুমি ততক্ষণ মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ আমি তোমার নিকটে তোমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় না হব। ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আপনি আমার জীবনের চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ওমর! এখন তুমি মুমিন হ’তে পেরেছ’।[৭৭]

হিজরত কালে আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে উদ্ধত হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহকে রক্ষা করার জন্য। ‘ছাওর’ গুহায় পৌঁছে তিনি রাসূলকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার পূর্বে আপনি এ গুহায় প্রবেশ করবেন না।

---

৭৬. *মুসলিম হা/২৬০৩।*
৭৭. *বুখারী হা/৬১৪২।*

কেননা এর মধ্যে কোন কিছু থাকলে আমাকে আক্রমণ করবে, আপনি নিরাপদ থাববেন। অতঃপর তিনি গুহায় প্রবেশ করে ঝাড়ু দিলেন। তিনি তাতে গর্ত পেলেন। তখন তার পরিধানের লুঙ্গি ছিড়ে গর্তমুখ বন্ধ করলেন। কিন্তু দু'টি গর্ত বাকী রয়ে গেল। তাতে তিন পা দিয়ে রাখলেন। অতঃপর রাসূলকে বললেন, প্রবেশ করুন। রাসূল (ছাঃ) ভিতরে ঢুকে আবু বকরের ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেলেন। গর্ত থেকে আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে দংশন করল, তিনি রাসূলের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে অনড় থাকলেন। কিন্তু এক ফোঁটা অশ্রু রাসূলের মুখে পড়লে, তিনি বললেন, হে আবু বকর! তোমার কি হয়েছে? বললেন, আমাকে দংশন করেছে, আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। রাসূল (ছাঃ) দংশিত স্থানে থুথু লাগিয়ে দিলে ব্যথা চলে গেল।[৭৮]

ছাহবীগণ যুদ্ধের ময়দানে নিজের জীবন বিপন্ন করেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রক্ষা করতেন। কায়স ইবনু হাযেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে তালহার হাতে বর্মের নিচে পরিধেয় চামড়ার পোশাক দেখেছি, যা দ্বারা তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।[৭৯]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে আবু তালহা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে থেকে ঢাল হিসাবে (মানববর্ম হয়ে) তাকে রক্ষা করছিলেন। আবু তালহা একজন দক্ষ তীরন্দাজ ব্যক্তি ছিলেন। এদিন তিনি দু'টি বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, এক লোক তীর ভর্তি একটি থলে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওটা আবু তালহাকে দাও। তিনি (আনাস) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এদিক-ওদিক তাকিয়ে কওমের দিকে দেখছিলেন। তখন আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর নবী (ছাঃ)! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। আপনি এদিক-ওদিক তাকাবেন না। যাতে বিরোধী পক্ষের তীরের কোন একটি আপনার শরীরে লেগে যায়। আপনার বক্ষ আমার বক্ষের আড়ালে থাকবে। আর (আনাস বলেন,) আমি আয়েশা বিনতু আবু বকর ও উম্মু সুলাইমকে দেখেছিলাম। এমন অবস্থায় যে তারা উভয়ে কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিলেন, এমনকি আমি তাদের পায়ের মল দেখেছিলাম। তারা উভয়ে পিঠে করে পানির মশক বহন করে এনে সৈন্যদের মুখের কাছে ধরছিলেন (অর্থাৎ তারা সৈন্যদের পানি পান করাচ্ছিলেন)। অতঃপর ফিরে যাচ্ছিলেন, আবার মশক পূর্ণ করে নিয়ে এসে সৈন্যদের মুখের সামনে ধরছিলেন। আর তন্দ্রার কারণে আবু

---

৭৮. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৬৪।
৭৯. বুখারী হা/৩৭৫৬।

তালহার হাত থেকে দু'বার তরবারি পড়ে গিয়েছিল।[৮০] যেখানে ইহুদীরা তাদের নবীদেরকে হত্যা করতো, সেখানে রাসূলের প্রতি ছাহাবায়ে কেরামের এই আকৃত্রিম ভালবাসার তুলনা কোথায়!

ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছেন, তারা তাঁর প্রতি সহমর্মী ছিলেন। তাদের ঈমানী শক্তি, আমলে ছালেহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, দ্বীন, নবী কারীম (ছাঃ) এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা তাদেরকে উত্তম জাতিতে পরিণত করেছিল, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য আবির্ভাব ঘটানো হয়েছিল। আর তারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও রেযামন্দির হকদার হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ 'তোমরাই উত্তম জাতি। মানবতার কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর, অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ– 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য যে, তার পালনকর্তাকে ভয় করে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭-৮)*। তিনি আরো বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيْباً 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হ'লেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন' *(ফাতহ ৪৮/১৮)*।

---

৮০. মুসলিম হা/১৮১১।

ইহুদী-নাছারারা একদিকে নবী-রাসূলগণকে স্বয়ং আল্লাহ জ্ঞান করত, আবার তাঁদের নির্দেশ অমান্য করত, তাঁদের অবাধ্যতা করত এমনকি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করত। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মাদী তাদের নবীকে একজন মানুষ ও আল্লাহর বান্দা হিসাবে বিশ্বাস করে, তাঁর আনীত বিধানকে যথাযথভাবে মান্য করে এবং রাসূলকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে, যা এ আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। এজন্য এ জাতিকে মধ্যপন্থী উম্মত বলা হয়েছে।

ইসলামে সহজপন্থা

ইসলামী শরী'আত সর্বব্যাপী, যাতে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সার্বিক বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে কোন কিছু বাদ পড়েনি। এটা এমন কোন জীবন বিধান নয় যে, এতে একদিককে বাদ দিয়ে অন্যদিককে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বরং এতে সকল দিক ও বিভাগকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা এই শরী'আত অনুযায়ী জীবন পরিচালনাই ইবাদত। যার জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। এ ইবাদত সুসম্পন্ন হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিপালন ও নিষিদ্ধ বিষয় বর্জনের মাধ্যমে। আর ইসলামী শরী'আতের সব বিধানই সহজ, এতে কোন জটিলতার লেশ মাত্র নেই। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এবং অনেক হাদীছে ইসলামের এই সহজতা ও জটিলতা দূরীকরণের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে।

১. আল্লাহ বলেন, مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. 'আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নে'মত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

২. আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যথার্থ জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পসন্দ করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন জটিলতা রাখেননি' *(হজ্জ ২২/৭৮)*।

৩. তিনি অন্যত্র বলেন, يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفاً 'আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে' *(নিসা ৪/২৮)*।

৪. তিনি আরো বলেন, يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিল কামনা করেন না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি তাকে কঠোর করতে যাবে, তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম কর ও মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। সুসংবাদ দিবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও শেষ রাত্রে ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করবে'।[৮১]

عَنِ ابْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوْسَى وَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرُوْا وَلاَتُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَتَطَاوَعَا وَلاَتَخْتَلِفَا–

২. ইবনু আবু বুরদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দাদা আবূ মূসা ও মু'আযকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন, 'মানুষের সাথে সহজ কর, কঠোরতা আরোপ কর না। তাদের সুসংবাদ শুনাও, তাড়িয়ে দিও না। একমত হবে মতভেদ করবে না'।[৮২]

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَ يَسِّرُوْا وَلاَتُعَسِّرُوْا–

৩. আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কোন এক ছাহাবীকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন কোন দায়িত্ব দিয়ে। তখন তিনি বললেন, 'মানুষকে সুসংবাদ শুনাও তাড়িয়ে দিও না, তাদের সাথে সহজ কর, কঠোরতা আরোপ কর না'।[৮৩]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوْا وَلاَتُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا–

---

৮১. বুখারী, মিশকাত, হা/১২৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৭৭।
৮২. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত, হা/৩৭২৪।
৮৩. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত, হা/৩৭২২।

৪. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের সাথে সহজ কর, কঠোরতা আরোপ কর না। তাদের আশ্রয় দাও, তাড়িয়ে দিও না'।[৮৪]

৫. তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ 'সহজতার জন্য তোমরা প্রেরিত হয়েছ, কঠোরতার জন্য প্রেরিত হওনি'।[৮৫]

শরী'আতের বিধান আরোপিত ব্যক্তিদের উপর থেকে দু'টি কারণে জটিলতা দূর করা হয়েছে। ১. বান্দা যখন ইসলামের কোন বিধানের মধ্যে কঠোরতা, জটিলতা দেখবে, তখন সে ঐ বিধান পরিত্যাগ করতে উদ্যত হবে কিংবা অপসন্দ ও বিরক্তি-বিতৃষ্ণা সহকারে ঐ বিধান প্রতিপালন করবে। ফলে তার ছওয়াব বিনষ্ট হবে। কখনও সে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে পারে। সেজন্য অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামের বিধান থেকে জটিলতা ও কঠোরতা দূর করা হয়েছে। ২. বিধান প্রতিপালনে অত্যধিক কষ্ট হ'লে তা আদায় করতে ব্যর্থতা ও অক্ষমতার আশংকা থাকে।

ইসলামী শরী'আতের এই সহজকরণকে ৭টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. রহিতকরণের মাধ্যমে হালকাকরণ বা সহজকরণ। যেমন ওযরবশত জুম'আর ছালাত, হজ্জ, ওমরা, জিহাদ মাফ হওয়া। ২.হ্রাসকরণের মাধ্যমে হালকা বা সহজ করা। যেমন- ছালাত কছর করা। ৩. বদলকরণের মাধ্যমে হালকাকরণ। যেমন- ওযূ, গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা। দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ের পরিবর্তে অক্ষমতার ক্ষেত্রে বসে, শুয়ে বা ইশারায় ছালাত আদায় করা। ৪. অগ্রিম পালনের সুযোগ দানের মাধ্যমে হালকাকরণ। যেমন- ছালাত (অগ্রিম) জমা করা, বছরপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত প্রদান, রামাযানে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা (অগ্রিম) প্রদান। ৫. বিলম্বিতকরণের মাধ্যমে সহজকরণ। যেমন ছালাত (বিলম্বে) জমা করা, রোগী ও মুসাফিরের জন্য পরে ছিয়াম পালন প্রভৃতি। ৬. অবকাশ দানের মাধ্যমে হালকাকরণ। যেমন- পানি না থাকলে ঢেলা ব্যবহারকারীর জন্য ছালাত সম্পাদন, গলায় খাদ্য আটকে যাওয়া ব্যক্তির মদপান (পানি না পেলে), চিকিৎসার জন্য অপবিত্র জিনিস ভক্ষণ ইত্যাদি। ৭. পরিবর্তনের মাধ্যমে হালকাকরণ। যেমন- ভীতিকর অবস্থায় (যুদ্ধের ময়দানে) ছালাতের পদ্ধতি পরিবর্তন।

---

৮৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত, হা/৩৭২৩।

৮৫. তিরমিযী, হা/১৩৭, হাদীছ ছহীহ।

প্রয়োজন ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের প্রতি আল্লাহ ইসলামের বিধান হালকা বা সহজ করেছেন। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে অনেক দলীল রয়েছে। যার কতিপয় এখানে উপস্থাপন করা হ'ল।-

(ক) দুর্বল, অসুস্থ ও অক্ষমদের উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُوْنَ-

'দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে, অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে' *(তওবা ৯/৯১-৯২)*।

মানুষের এখতিয়ার বহির্ভুত কোন জটিলতা ও অসুবিধার কারণে কোন কাজ করলে সেজন্য তাকে ধরা হবে না। সুতরাং অপসন্দনীয়, বাধ্যগত অবস্থায় অথবা ভুল-ক্রটির মাধ্যমে সংঘটিত কাজের জন্য শাস্তি হবে না। আল্লাহ বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

অনুরূপভাবে কেউ যদি বাধ্য হয়ে অপসন্দনীয় অবস্থায় কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে কুফরী বড় পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে হারাম সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ وَلَـكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. 'যার উপর জবরদস্তী করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত

করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি' *(নাহল ১৬/১০৬)*।

সন্দেহ-সংশয় অথবা অন্তরের গোপন কথা ও কল্পনায় মানুষকে শাস্তি দেয়া হবে না, যদি সেটা বাস্তবায়িত না হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِيْ عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরের কুমন্ত্রণা ও কল্পনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করে কিংবা উচ্চারণ করে'।[৮৬]

শয়তানের কুমন্ত্রণা বান্দার ঈমানের প্রমাণ। অর্থাৎ শয়তান যখন কোন বান্দাকে বিপথগামী করতে অক্ষম হয়, তখন সে কুমন্ত্রণা দানের আশ্রয় নেয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে কতিপয় ছাহাবী রাসূলের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, إِنَّا نَجِدُ فِيْ أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ، قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ. 'নিশ্চয়ই আমাদের কেউ অন্তরে এমন কিছু কল্পনা করি যা বলা বা প্রকাশ করাকে বড় গোনাহের ব্যাপার মনে করি। তিনি বললেন, তোমরা কি অন্তরে এরূপ পাও (অনুভব কর)? তারা বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটাই সুস্পষ্ট ঈমান'।[৮৭]

(খ) সহজকরণ ও জটিলতা দূরীকরণের আরেকটি দিক হচ্ছে যে, যদি কেউ তার ওযূর ব্যাপারে সন্দেহ করে যে, তার ওযূ আছে না ছুটে গেছে। তাহলে বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত সে পবিত্র অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, 'ছালাতের মধ্যে কোন ব্যক্তির ধারণা হয় যে, তার পায়ু পথে কোন কিছু বের হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে যতক্ষণ শব্দ না শুনবে বা গন্ধ না পাবে ততক্ষণ ছালাত ছাড়বে না'।[৮৮] আবার কেউ যদি ছালাতের রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহে পতিত হয়, তাহলে সে সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক ছালাত শেষ করে দু'টি সাহু সিজদা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় যে, সে তিন রাক'আত না চার রাক'আত পড়েছে। তাহলে সে সন্দেহ দূর করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস

---

৮৬. বুখারী হা/৬১৭১; মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়।

৮৭. মুসলিম, হা/১৩২; মিশকাত হা/৬৪।

৮৮. বুখারী হা/১৩৪।

অনুযায়ী যে কোন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাকী ছালাত পূর্ণ করবে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি সে পাঁচ রাক'আত পড়ে তাহলে দু'টি সিজদা তার ছালাতের জোড়া পূর্ণ করবে। আর যদি চার রাক'আত পড়ে তাহলে তা শয়তানের লাঞ্ছনার কারণ হবে'।[৮৯]

(গ) সহজকরণ ও জটিলতা দূরীকরণের আরেকটি দিক হচ্ছে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতার বিষয়। এটা ঐ ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয় যাতে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। যেমন আন্তরিক টান-আকর্ষণ ও ভালবাসা, যাতে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করতেন ও ন্যায় বিচার বা ইনছাফ করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِى الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِى هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِيْنَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمِى لِعَائِشَةَ. فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا قَالَتْ نَقُوْلُ فِى ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَفِى أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا).

হিশাম ইবনু উরওয়া (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে ভগ্নীপুত্র! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকটে অবস্থানের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের উপরে বেশী সুযোগ বা প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন খুব কমই যেত (অর্থাৎ প্রায় দিনই) তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন, আমাদের নিকটবর্তী হ'তেন কিন্তু স্পর্শ করতেন না (সহবাস করতেন না)। অবশেষে যাঁর নিকটে রাত্রি যাপনের পালা থাকতো, তিনি তাঁর নিকটে রাত্রি যাপন করতেন। আর সাওদা বিনতু যাম'আহ যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাকে পৃথক করে দেবেন বলে আশংকা করলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পালার দিন আয়েশার জন্য (দান করলাম)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা বলতাম, এ প্রসঙ্গে এবং এ ধরনের অন্যান্য

---

৮৯. মুসলিম হা/৮৮৮।

ব্যাপারকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন, 'যদি কোন নারী তার স্বামীর তরফ থেকে নিষ্ঠুরতা কিংবা উপেক্ষিত হবার আশংকা করে ...' *(নিসা ৪/১২৮)*।[৯০]

ঈমানের জন্য যে, আন্তরিক আকর্ষণ ও টান বা ঝোক প্রবণতা আবশ্যিক গণ্য করা হয় সেটা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা। আর এটাকে জীবনের চেয়েও প্রাধান্য দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর না হব'।[৯১]

শরী'আতের কোন কর্মের সাথে কষ্টকর বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে সংযুক্ত করা কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাওমে বেছাল (লাগাতার ছিয়াম) ও সন্ন্যাসব্রত নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাওমে বেছাল নিষেধ করেছেন। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি বললেন, নিশ্চয়ই আপনি লাগাতার ছিয়াম পালন করেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তোমাদের কে আমার মত? আমি রাত্রে ঘুমাই আমার প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান। সুতরাং তোমরা যদি ছাওমে বেছাল থেকে বিরত থাকতে না চাও, তাহলে একদিন পর একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৯২]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের বাড়ীতে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তাদেরকে যখন ঐ সম্পর্কে বলা হলো, তারা যেন তা কম মনে করল। তখন তারা বলল, রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের তুলনায় আমরা কোথায় পড়ে আছি? অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তাদের একজন বলল, আমি সারা রাত ছালাত আদায় করব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, কোন দিন ছাড়ব না। অন্যজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কোন দিন বিবাহ করব না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, তোমরাই এরূপ এরূপ বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। তথাপি আমি ছিয়াম পালন করি আবার ছেড়েও দেই, আমি ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি বিবাহও করেছি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৯৩]

---

৯০. আবুদাউদ হা/২১৩৫, সনদ হাসান ছহীহ।

৯১. বুখারী হা/১৪।

৯২. বুখারী হা/১৮২৯।

৯৩. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত, হা/১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২।

(ঘ) সহজকরণ ও জটিলতা দূরীকরণের আরেকটি দিক হচ্ছে প্রত্যেক পাপীর জন্য তওবার সুযোগ রয়েছে, অপরাধ ও পাপ যত বড়ই হোক না কেন। তওবাকারীর আন্তরিক শান্তি ও নিশ্চিন্ততা কার্যকর করার জন্য এবং অপরাধের চিন্তা থেকে মুক্ত করতে তওবার এই ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুশরিক কিছু লোক অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটাতো, ব্যভিচার করত, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, যে সত্তার কথা তুমি বল এবং যার দিকে মানুষকে ডাক। যদি তুমি আমাদেরকে সংবাদ দিতে যে, আমরা যে কাজ করেছি তার কফফারা বা প্রতিবিধান রয়েছে তাহলে ভাল হ'ত। তখন নাযিল হয়, وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . 'আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এরূপ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে' *(ফুরক্বান ৬৮)*। আরো নাযিল হয় قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِن رَّحْمَةِ اللهِ *(যুমার ৫৩)*। সুতরাং বান্দা যত বড় পাপ বা গোনাহের কাজ করুক আল্লাহ্‌র নিকট একনিষ্ঠভাবে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ সে গোনাহ মাফ করে দেন।[৯৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বানী ইসরাঈলের এক লোক ৯৯ জনকে হত্যা করে অতঃপর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের খোঁজ করে। তাকে একজন দরবেশের (ধর্ম জাযকের) খোঁজ দেয়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে বলল, যে সে ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছে, তার জন্য এখন তওবার কোন সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল, নেই। দরবেশকে হত্যা করে লোকটি একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। অতঃপর সে পুনরায় একজন আলেমের অনুসন্ধান করায় তাকে এক আলেমের খোঁজ দেয়া হলো। তার কাছে গিয়ে সে বলল যে, সে একশত লোককে হত্যা করেছে, এখন

৯৪. বুখারী, হা/৪৪৩৬।

তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি? আলিম বললেন হ্যাঁ, তওবার সুযোগ আছে। আর তওবার বাধা কি হ'তে পারে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র ইবাদত করছে। তাদের সাথে তুমিও ইবাদত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। কারণ ওটা মন্দ এলাকা। নির্দেশিত স্থানের দিকে লোকটি চলতে থাকল। অর্ধেক রাস্তা গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশগণ বললেন, এই ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফেরেশগণ বললেন, লোকটি কখনও কোন সৎ কাজ করেনি। এমন সময় মানুষের রূপ ধারণ করে আরেক ফেরেশতা তাদের কাছে এলেন, তারা এ বিষয়ে তাদের মধ্যে তাকেই বিচারক মেনে নিলেন। বিচারক বললেন, তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটে হবে সে সেটিরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফেরেশতাগণ লোকটির জান কবয করলেন'।[৯৫]

অন্য এক ছহীহ বর্ণনায় আছে, ঐ লোকটি উত্তম ব্যক্তিদের জনবসতির দিকে এক বিঘত কাছাকাছি হয়েছিল। কাজেই তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরেক ছহীহ বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা একদিকের জমিকে দূরে সরে যেতে এবং অন্যদিকের জমিকে কাছে আসতে বলে ফেরেশতাদেরকে দূরত্ব মাপার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তারা উত্তম লোকদের জমির দিকে লোকটিকে আধ হাত অধিক কাছাকাছি দেখতে পেল। তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। আরেক বর্ণনায় আছে, নিজের বুক ঘষে সে খারাপ লোকদের জমি থেকে দূরে সরে গেল।[৯৬]

(ঙ) সহজকরণ ও জটিলতা দূরীকরণের অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কিছু বিধান হালকা বা রহিত করেছেন, যা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য ওয়াজিব বা হারাম ছিল। এসব বিধানে ছিল অশেষ কষ্ট ও বহু সমস্যা। তাদের অবাধ্যতা ও যুলুমের কারণে সেসব তাদের প্রতি আরোপিত হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পুত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্‌র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুণ। আর এ কারণে যে, তারা সূদ গ্রহণ করত, অথচ এ

---

৯৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩২৭।*
৯৬. *বুখারী, হা/৩৪৭০; মুসলিম, হা/২৭৬৬।*

ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায়ভাবে। বস্তুতঃ আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব' *(নিসা ১৬০-৬১)*।

ইহুদীদের সীমালংঘন ও যুলুমের কারণে তাদের উপর যা হারাম ছিল তার বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُوْنَ. 'ইহুদীদের জন্য আমি প্রত্যেক নখ বিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী' *(আন'আম ৬/১৪৬)*। আর তাদের উপরে যা ওয়াজিব ছিল তার বিবরণে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- 'আর যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদেরই ক্ষতি সাধন করেছে এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হলো। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবাণ' *(বাক্বারাহ ২/৫৪)*।

সহজতা ও জটিলতা দূরীকরণের উদাহরণ হচ্ছে মহিলাদের দীর্ঘ ঝুলন্ত কাপড়ে রাস্তা থেকে লেগে যাওয়া অপবিত্রতার ক্ষেত্রে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে। অপবিত্র জিনিস কাপড়ে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কাপড় ঝুলিয়ে পরা তাদের জন্য বৈধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। উম্মু সালমা বলেন, তাহলে মহিলারা তাদের আঁচল কি করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা অর্ধহাত ঝুলিয়ে দেবে। উম্মু সালমা বলেন, তাহলে তাদের পায়ের গোঁড়ালী বেরিয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহলে তারা এক হাত ঝুলিয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশি

করবে না'।[৯৭] অনুরূপভাবে শিশুকে দুধ দানকারিণী মহিলার জন্য বাচ্চার বমি ও লালা না ধুয়ে ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করা বৈধ।

(ছ) সহজকরণ ও সমস্যা দূরীকরণের আরেকটি দিক হচ্ছে যে, মানুষের জন্য সকল উপকারী জিনিসকে বৈধ করা হয়েছে। এমর্মে কুরআন ও হাদীছে অনেক দলীল বিদ্যমান।

১. আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيْعاً 'তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*।

২. তিনি বলেন, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعاً مِّنْهُ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ– 'আর তিনি আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে, তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(জাছিয়া ৪৫/১৩)*।

৩. তিনি আরো বলেন, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِيْ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيْرٍ– 'তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে'মতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে; যারা জ্ঞান, পথ নির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে' *(লুক্বমান ৩১/২০)*।

৪. তিনি অন্যত্র বলেন, 'বলুন, আল্লাহ্র সাজ-সজ্জাকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তু সমূহকে কে হারাম করেছেন? আপনি বলুন, এসব নে'মত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং ক্বিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াত সমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা অনুধাবন করে' *(আ'রাফ ৭/৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে যে উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর অনুগ্রহের সুস্পষ্ট প্রকাশ। আর এই উপকারিতা তিনি রেখেছেন কেবল বৈধ জিনিসের মধ্যেই।

---

৯৭. *তিরমিযী হা/১৭৩১, সনদ ছহীহ।*

৫. আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ 'হে মুমিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হ'লে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কুরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ ক্ষমা করেছেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল সহনশীল' *(মায়েদাহ ৫/১০১)*।

৬. তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيْراً لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ 'কোন কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়? অথচ আল্লাহ ঐসব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত, প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন' *(আন'আম ৬/১১৯)*।

৭. তিনি আরো বলেন, قُل لاَّ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوْحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'আপনি বলুন, যা কিছু বিধান অহি-র মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে ভক্ষণ করবে। কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস, এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ যবেহ করা জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালংঘল করে না, নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু' *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ذَرُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوْهُ. 'যে বিষয় আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, সে বিষয়ে

তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত তাদের অধিক প্রশ্ন ও নবীগণের বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে নির্দেশ দিব তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যখন কিছু নিষেধ করব, তখন তা পরিহার করবে'।[৯৮]

২. তিনি আরো বলেন, إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه. 'মুসলমানদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক অপরাধী যে, এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যা পূর্বে হারাম ছিল না। অতঃপর তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম করা হয়'।[৯৯]

(জ) ইসলামী শরী'আতের সহজকরণ ও জটিলতা নিরসনের আরেকটি দিক হচ্ছে, বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ধারাক্রম বা পর্যায়ক্রমিকতা অবলম্বন করা। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়েছে। যেমন মদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এই ক্রমধারা বিদ্যমান। এমর্মে প্রথমে নাযিল হয়, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا– 'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। এ আয়াতে জ্ঞানীদের জন্য মদ পরিত্যাগের পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এ দু'টির উপকারিতার চেয়ে পাপ বড়। আর যার উপকারের চেয়ে পাপ বড় সে জিনিস থেকে জ্ঞানী মাত্রই দূরে থাকে। অতঃপর নির্দেশ আসল, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُوْلُوْنَ. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন ছালাতের ধারে-কাছে যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও, যা কিছু তোমরা বলছ' *(নিসা ৪/৪৩)*।

এখান থেকেই মদের নিষিদ্ধতা শুরু হয়। কেননা দিনের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে ছালাতের সময়। তখন মুসলমানদের জন্য মদ্যপান পরিহার করা আবশ্যক। ফলে দিনের একটা বৃহদংশ ও রাতের কিয়দংশে তাদেরকে এটা থেকে বিরত থাকতে হয়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা মদ্যপানের নেশা ও ঝোঁক বন্ধ করা হয়েছে, যা জাহেলী যুগ থেকে আরবদের মাঝে চালু ছিল। তারা

৯৮. মুসলিম হা/১৩৩৭।
৯৯. বুখারী হা/৬৭৪৫।

সকালে, আছরের পরে বা মাগরিবে মদ পান করত। সুতরাং কেউ আছরের পরে মদ্যপান করলে মাগরিবের ছালাত আদায়ের জন্য সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না। অনুরূপভাবে যে মাগরিব পরে মদ পান করবে, এশা ছালাত আদায়ের জন্য সেও স্বাভাবিক হ'তে পারবে না। এরপরেই আসে মদ্যপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর সমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তানতো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না'? *(মায়েদা ৫/৯০-৯১)*। এ আয়াত নাযিলের পর মুসলমানরা বলতেন, আমাদের রব আমাদেরকে ঐসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন মদপানের নিষেধাজ্ঞা নাযিল হলো তখন ওমর বললেন, اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ 'হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা দিন'। অতঃপর সূরা বাক্বারার ২১ নং আয়াত يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ নাযিল হয়। তখন ওমরকে ডেকে এ আয়াত পাঠ করে শুনানো হয়। তিনি বললেন, اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ 'হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা দিন'। তখন সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى নাযিল হয়। এসময় রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে যে, নেশাগ্রস্তরা ছালাতের নিকটবর্তী হবে না। ওমর (রাঃ) বললেন, اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ অতঃপর সূরা মায়েদার ৯০-৯১ নং আয়াত নাযিল হয়। তখন ওমর বলেন, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে'।[১০০]

---

১০০. বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ হা/৩১৮৫।

Contents

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'প্রথম দিকে বড় সূরা নাযিল হয়েছে যেসবে জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে মানুষ ইসলামের দিকে ফিরে আসে। তারপর হারাম-হালালের বিধান নাযিল হয়েছে। যদি প্রথমেই নাযিল হ'ত যে, তোমরা মদ পান কর না, তাহলে তারা অবশ্যই বলত আমরা মদ কখানোই ছাড়বো না। আর যদি নাযিল হ'ত তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলত আমরা ব্যভিচার কখনোই ছাড়বো না'। কিন্তু আল্লাহ বিধানকে সহজ করে দিয়েছেন এবং জটিলতাকে দূর করেছেন। যেমন মদকে পর্যায়ক্রমে হারাম করেছেন। ফলে মুসলমানরা সর্বোত্তমভাবে সাড়া দিয়েছে।[১০১]

ইসলামের সকল বিধানকে উম্মতে মুসলিমা দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিয়েছে। কিন্তু অন্য কোন জাতির উপর কোন বিধান জারী হ'লে তা মানতে পারেনি; বরং সীমাহীন অবাধ্যতা করেছে। যার প্রমাণ উপরোক্ত আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সহজকরণ ও জটিলতা দূরীকরণের মূলকথা হচ্ছে, ইসলামী শরী'আতে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে পরিহার করে ন্যায় সঙ্গত বিধান প্রবর্তন করা। সুতরাং এতে হ্রাস-বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। এ বিধান মানবতার কল্যাণে প্রবর্তিত। এই বিধান ইনছাফ প্রতিষ্ঠা, ফিৎনা-ফাসাদ, বিশৃংখলা হ্রাসকরণ ও দমনের লক্ষ্যেই এসেছে, যা দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

মুসলিম উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব

মুসলিম মিল্লাত অন্যান্য উম্মতের মধ্যে মধ্যপন্থী ও শ্রেষ্ঠ জাতি। কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

'তোমরাই উত্তম জাতি, মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর, অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান কর এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর' *(আলে-ইমরান ১১০)*। কেবল এই তিনটি গুণের কারণেই যে এ সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে তা নয়; বরং আরো অনেক গুণ বা বিশেষণ রয়েছে, যার দ্বারা এ জাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তন্মধ্যে উক্ত তিনটি গুণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই উম্মতের মাঝে ঐসব বৈশিষ্ট্য স্থায়ী ও অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকার কারণে এবং এগুলি হেফাযত করায় তারা শ্রেষ্ঠ হয়েছে। এসব গুণ

১০১. ওয়াসাতিয়াতুল ইসলাম, পৃঃ ১৪৫-৪৬।

না থাকলে তাদের শ্রেষ্ঠত্বও থাকত না। আমরা এখানে উম্মতে মুসলিমার শ্রেষ্ঠত্বের কতিপয় দিক উল্লেখ করব।

১. আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন :

অন্যান্য উম্মতের ঈমানের চেয়ে এই উম্মতের ঈমান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এ জাতির ঈমান আম বা ব্যাপক। কারণ তারা পৃথিবীতে আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী-রাসূল এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য জতির প্রতি অবতীর্ণ সমস্ত গ্রন্থের উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ বলেন, آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ 'রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থ সমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে'। *(বাক্বারাহ ২৮৫)*।

প্রসিদ্ধ হাদীছে জিবরীলে এই উম্মতের ঈমানের সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ 'তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণ, গ্রন্থ সমূহ, নবী-রাসূলগণ এবং শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, আর তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি'।[১০২]

সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদী সকল নবী-রাসূল ও সমস্ত ইলাহী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারী। যা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায় না। এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। (ক) এ উম্মত সকল উম্মতের শেষ। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ 'আমরা সর্বশেষ তবে অগ্রগামী'।[১০৩] অন্য

---

১০২. মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ঈমান ও ইসলামের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত, মুকাদ্দামা, হা/১।
১০৩. বুখারী, 'জুম'আ' অধ্যায়, 'জুম'আর ফরয' অনুচ্ছেদ, হা/৮৭৬।

হাদীছে এসেছে, نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِيْنَ أُمَّةً نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا 'কিয়ামতের দিন আমরা ৭০ উম্মত পূর্ণ করব। আমরা তাদের শেষ এবং তাদের মধ্যে উত্তম'।[১০৪] অপর হাদীছে এক এসেছে, نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ 'আমরা সর্বশেষ জাতি, কিন্তু আমাদের হিসাব হবে সর্বাগ্রে'।[১০৫] শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনার পাশাপাশি এ জাতি পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল ও কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আর এ উম্মতের প্রতি অবতারিত কিতাব ও অন্যান্য কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনকারী। অথচ অন্যান্য উম্মত তাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এ কারণে এ জাতি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। (খ) পূর্ববর্তী জাতি তাদের পূর্বের নবী-রাসূল ও গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থপনতো করেনি; বরং তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অস্বীকার করেছে। অথচ উম্মতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন, সেগুলির প্রতি তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে ও নির্দ্বিধায় ঈমান এনেছে।

২. এ জাতি সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে :

এ উম্মতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। এটাই সকল উম্মতের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এজন্য মানুষের কল্যাণেই তাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। আর ঈমানের স্তর প্রথমে হওয়ার পরেও ঐ দু'টি বিশেষণকে ঈমানের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ 'তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর, অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান কর এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর' *(আলে-ইমরান ১১০)*। আল্লাহ এ জাতিকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এজন্য একটি গোঠ গঠন করারও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎ

---

১০৪. ইবনু মাজাহ, 'যুহদ' অধ্যায়, 'উম্মতে মুহাম্মাদীর গুণাবলী' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৮৭, হাদীছ ছহীহ।
১০৫. ইবনু মাজাহ, ঐ, হা/৪২৮৭, হাদীছ ছহীহ।

কাজের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর উম্মতের উপর এ কাজকে আবশ্যক করেছেন। তারা সাধ্যমত এই কাজ করবে, যা কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। তিনি বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ 'তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ দেখলে, তা যেন সে হাত দ্বারা শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে। যদি সেটা তার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা তাকে বাধা দিবে। তাও সম্ভব না হ'লে অন্তর দ্বারা (তাকে ঘৃণা করবে)। আর এটাই হলো দুর্বলতম ঈমান'।[১০৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূলের উক্তি "فَلْيُغَيِّرْهُ" অর্থ- 'সে যেন প্রতিহত করে'। এটা ঐ সমস্ত উম্মতের প্রতি ওয়াজিব নির্দেশ। এটা কিতাব-সুন্নাত ও উম্মতের ইজমা দ্বারা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের ওয়াজিব নির্দেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটা একটি নছীহতও বটে, যা হচ্ছে দ্বীন। রাফেযীরা ব্যতীত এর বিরোধিতা ও এ ব্যাপারে সীমালংঘন কেউ করেনি। ... সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ফরযে কিফায়া। এ কাজে একদল মানুষ নিয়োজিত থাকলে অন্যদের উপর এ ফরযিয়াত থাকে না। আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন ওযর বা ভয়-ভীতি ব্যতীত সবাই যদি এ কাজ পরিত্যাগ করে তাহলে সবাই গোনাহগার হবে।[১০৭] আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের এই গুরুত্বের কারণে অনেক সালাফে ছালেহীন একে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের যোগ্য হওয়ার শর্ত গণ্য করেছেন। যেদিকে ইঙ্গিত করেই এটা আয়াতে ঈমানের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। ওমর (রাঃ) এক হজ্জের সময় كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, 'হে লোকসকল! যে ব্যক্তি এ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খুশি হ'তে চায়, সে যেন আল্লাহ্র ঐ শর্ত পূর্ণ করে। তা হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। মুজাহিদ (রহঃ) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন, এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজ থেকে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[১০৮]

---

১০৬. মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, 'অন্যায় কাজে বাধাদান' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯।
১০৭. মুসলিম শরহে নববী সহ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'সৎকাজের নির্দেশ ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২-২৩।
১০৮. তাফসীরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০২।

উম্মতে মুহাম্মাদী পূর্ববর্তী সকল উম্মত অপেক্ষা উক্ত দু'টি কাজ অধিক করে থাকে। এমনকি বানী ইসরাঈল পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ জাতি হওয়া সত্ত্বেও তারা ঐ কাজ করেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُواْ يَعْتَدُوْنَ، كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ– 'বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল' *(মায়েদা ৫/৭৮-৭৯)*।

যেহেতু অন্যান্য জাতি এ ব্যাপারে অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে এবং উম্মতে মুহাম্মাদী তা যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছে, এজন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেছেন।

৩. উম্মতে মুহাম্মদী অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা মানুষের জন্য মঙ্গলকামী ও উপকারী :

এ উম্মত আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালন করে। আর সৎকাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। গর্হিত কাজের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হলো আল্লাহ্র সাথে শিরক করা ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা, যা থেকে মানুষকে সতর্ক-সাবধান করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিবে, যাতে তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিষয়কে স্বীকৃতি দেয় ও মেনে নেয়। আর এসবের বিরোধীদের সাথে তোমরা লড়াই করবে। "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ" হচ্ছে সবচেয়ে বড় মা'রূফ বা সৎকাজ। তোমরা অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে। আর গর্হিত অন্যায় কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অন্যায়।[১০৯]

এ উম্মত মানুষকে এমন বিষয়ের দিকে আহ্বান জানায় যাতে তাদের উপকারিতা ও পরিত্রাণ রয়েছে। তারা মানুষকে নিষেধ করে এমন সব বিষয় থেকে যাতে তাদের সাক্ষাৎ ধ্বংস রয়েছে। তারা এ পথে তাদের জান-মাল কুরবানী করে এজন্য যে, আল্লাহ তাদের উপর ওয়াজিব করেছেন সৃষ্টিকে নাজাতের পথ বাতলে দিতে,

১০৯. তাফসীরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫।

তাদেরকে মূর্খতা, সন্দেহ, পৌত্তলিকতার অন্ধকার থেকে তাওহীদ ও ঈমানের আলোর দিকে বের করে আনতে; সৃষ্টির উপাসনা থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনতে। যেমন রাবী' ইবনু আমির পারস্য সেনাপতি রুস্তমের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন এবং তিনি আমাদের সাথে আছেন। যেন আমরা লোকদেরকে মানুষের উপাসনা থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে এবং অত্যাচারী দ্বীন থেকে ইসলামের ইনছাফের দিকে বের করে আনি। তিনি তাঁর দ্বীন সহকারে আমাদেরকে সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকি। সুতরাং আমাদের নিকট থেকে যারা এটাকে কবুল করবে আমরাও তাদেরকে গ্রহণ করব এবং তাদের থেকে ফিরে যাব। তাদেরকে তাদের দেশেই রেখে যাব। আর যারা অস্বীকার করবে তাদের সাথে আমরা লড়াই করব আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত। রুস্তম বলল, আল্লাহর প্রতিশ্রুত স্থান কি? তিনি বললেন, জান্নাত। সেটা তাদের জন্য, যারা অস্বীকারকারীদের সাথে লড়াইয়ে নিহত হবে এবং যারা বেঁচে থাকবে তাদের জন্য বিজয়।[১১০]

এ প্রখ্যাত ছাহাবী রুস্তমও তার সম্প্রদায়ের নিকটে এই উম্মতের উত্তম দূত ছিলেন। তিনি তাদের কাছে এ উম্মতের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। সেটা হলো রাষ্ট্র, সম্পদ, দুনিয়া বা ক্ষমতা লাভের জন্য এ জাতির আবির্ভাব ঘটেনি; বরং আল্লাহ তাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ এ উম্মতের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। যেন তারা সৃষ্টিকে সৃষ্টির ইবাদত থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানায়। এটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা, তাদের অন্য কিছু পাওয়ার বাসনা নেই। এ কারণেই তারা অন্যান্য উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকে এবং তাদের নিকটে এর মূল্য চায় না, বরং যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের নিকটে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। এর ফলে যার ইচ্ছা সে ঈমান আনে, যার ইচ্ছা সে কুফরী করে। কারণ মানুষের নিকটে হেদায়াত ও ভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তী বা বাধ্য-

---

১১০. *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক ৩/৫২০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৪০।*

বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

তিনি আরো বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً. 'বলুন, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি যালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়' *(কাহফ ১৮/২৯)*।

এই উম্মতকে অন্যের কল্যাণ করা এবং তাদেরকে ভয়ানক পরিণতি থেকে বিরত রাখার মানসিকতা দেয়া হয়েছে। তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে খোটাদান ও কষ্ট দেয়া ব্যতীত এ কাজ করে। উত্তম মানসিকতা ও কর্তব্যবোধই তাদেরকে এ কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদ, বিরোধীদের বিরোধিতা, মাল-সম্পদ বিনষ্ট ও পরিবারের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরোয়া করে না। এজন্যই তারা শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কেননা মানবতার কল্যাণ, তাদের হেদায়াত এবং অপেক্ষমান আযাব ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা চেষ্টা করে।

৪. নবীদের আহ্বানে অধিক সাড়া দানকারী :

ইবনু জারীর (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এ আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে উত্তম জাতি বলার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানে অন্যান্য উম্মতের চেয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী অধিক সাড়া দানকারী। তাবেঈ আর-রবী' (রহঃ) বলেন, যেহেতু এ উম্মতের চেয়ে অন্য কোন উম্মত আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে অধিক সাড়া দানকারী ছিল না, এজন্য আল্লাহ বলেছেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব)।[১১১]

---

১১১. *তাফসীর তাবারী ৭/১০৩।*

অনুরূপভাবে এ উম্মতের সংখ্যা অধিক হবে এ মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আনাস বিন মালেক হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا أَوَّلُ شَفِيْعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ 'আমিই জান্নাতের ব্যাপারে প্রথম সুফারিশকারী হব। এত অধিক সংখ্যক লোক আমাকে বিশ্বাস করেছে যে, কোন অন্য কোন নবীকেই এত অধিক সংখ্যক লোক বিশ্বাস করেনি। তাদের মধ্যে এমন নবীও অতিবাহিত হয়েছেন যার উম্মতের মধ্যে মাত্র একজন তাকে বিশ্বাস করেছে'।[১১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ 'কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে জান্নাতের দরজার কড়া নাড়াবে'।[১১৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি যাকে অনুরূপ কোন মু'জেযা দেওয়া হয়নি, যার অনুপাতে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা হলো অহী, যা আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক'।[১১৪]

অন্য হাদীছে এই সংখ্যার ব্যাখ্যা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمْ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِي هَذِهِ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ-

---

১১২. মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় হা/১৯৬।
১১৩. মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় হা/১৯৬।
১১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫০০।

'সকল সম্প্রদায়কে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। এমন একজন বা দু'জন নবী অতিক্রম করলেন যাদের সাথে (অনধিক দশ জনের) একটি ছোট দল রয়েছে। কোন নবীর সাথে কেউ নেই। ইত্যবসরে আমার সামনে পেশ করা হলো বড় একটি দল। আমি বললাম, এই কে? এটা কি আমার উম্মত? বলা হলো, বরং এই হলো মূসা এবং এটা তাঁর উম্মত। আমাকে বলা হলো, আকাশের দিগন্তের দিকে তাকান। সেদিকে বিরাট একটি দল রয়েছে। অতঃপর বলা হলো, এদিকে ও ঐদিকে আসমানের দিগন্তে তাকান। সেখানে দিগন্ত বিস্তৃত এক বিশাল দল রয়েছে। বলা হলো, এই হচ্ছে আপনার উম্মত। এদের মধ্যে হ'তে সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে'।[১১৫]

এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুমিন অনুসারী পূর্ববর্তী যে কোন উম্মতের তুলনায় অনেক বেশি হবে। এটাই অধিক হারে এ উম্মতের হকের নিকটবর্তী হওয়ার ও অধিক সংখ্যক লোকের হক গ্রহণের প্রমাণ। এটাই হেদায়াতপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার দলীল। যে কারণে আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

৫. এ উম্মত গোমরাহী বা ভ্রষ্টতার উপর সমবেত হবে না :

রাসূলগণ মানুষকে হিদায়াত ও হকের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীও ঐ দু'টি বিষয় উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে। রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও একমাত্র তাঁরই ইবাদতের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, যা ছিল তাদের মৌলিক দাওয়াত। এ উম্মতও মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানায়। আর তাদের এ দাওয়াত কিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। যেরূপ রাসূলের রেখে যাওয়া শরী'আত পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এজন্য উম্মতের সকলেই একত্রে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে না। তবে কখনও কোন ব্যক্তি বা দল হক থেকে দূরে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হ'তে পারে। এমনকি কুফরী করতে পারে, নাস্তিক বা ধর্মত্যাগী হ'তে পারে, মুনাফিকী করতে পারে। কিন্তু তারা সমবেতভাবে বা ঐক্যবদ্ধভাবে একত্রে সবাই ঐসবে লিপ্ত হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي مِنْ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلاَلَةٍ 'আল্লাহ

১১৫. *বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায় হা/৫৭০৫।*

তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর সমবেত হওয়া থেকে আশ্রয় দিয়েছেন' (রক্ষা করেছেন)।[১১৬]

অন্যান্য উম্মত এর বিপরীত। কেননা তাদের নিকটে হক এসেছে বেজয়ী বেশে, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। যেমন কিতাবধারীদের মধ্যে ইহুদী ও নাছারাদের নিকটে হক ও ছহীহ দ্বীন আসার পরও তারা তা থেকে দূরে সরে গেছে। আবার হক্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত দল হক হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তাদের সকল দল কুফরী, ভ্রষ্টতা ও সন্দেহ প্রবণতায় নিমজ্জিত হয়েছে। কখনও সমস্ত দলই গোমরাহী ও কুফরীতে সমবেত হয়েছে। অতঃপর ইসলাম যে সত্য নিয়ে এসেছে তা তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি লোকও তা গ্রহণ করে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি।

পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মাদী কখনও পথভ্রষ্টতায় সমবেতভাবে নিপতিত হবে না। বরং তাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি দল সঠিক দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ– 'আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এমনকি কিয়ামত এসে যাবে, তারা ঐরূপই বিজয়ী থাকবে'।[১১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ 'আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত বা বিজয়ী থাকবে, বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় কিয়ামত সংগঠিত হবে'।[১১৮] সুতরাং এ উম্মত হেদায়াত ও তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের হাতে নবুওয়াত ও কুরআনের নূর নিষ্প্রভ হবে না; বরং এটা তাদের হাতে প্রজ্জ্বলিত ও জ্যোতির্ময় হবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ কারণে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে।

৬. এ উম্মতের কিতাব সমস্ত আসমানী গ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ :

উম্মতে মুহাম্মাদীর নিকটে নাযিলকৃত ইলাহী গ্রন্থ অন্যান্য সকল আসমানী গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের কতিপয় দিক নিম্নরূপ :

---

১১৬. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৩১, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-২০, হাদীছ হাসান।*
১১৭. *বুখারী, 'সুন্নাত আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, হা/৭৩১১; ইবনু মাজাহ মুকাদ্দামাহ, হা/১০।*
১১৮. *তদেব।*

(ক) আল্লাহ এ গ্রন্থকে উত্তম হাদীছ বা বাণী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِيْ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 'আল্লাহ উত্তম বাণী (হাদীছ) তথা আল-কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এরপর তাদের চামড়াও অন্তর আল্লাহ্র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্র পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটা রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআনুল কারীমের আল্লাহকৃত প্রশংসাবাণী।[১১৯] উক্ত আয়াতই প্রমাণ করে যে, কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

(খ) কুরআন একমাত্র আসমানী কিতাব যার হেফাযত এবং হ্রাস-বৃদ্ধি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং নিজেই এর সংরক্ষক' *(হিজর ১৫/৯)*। আল্লাহ আরো বলেছেন যে, বাতিলরা কোন অবস্থাতেই এ গ্রন্থকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি কুরআনে ঘোষণা করেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ، لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ– 'নিশ্চয়ই যারা কুরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পিছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪১-৪২)*। সুতরাং এ উম্মতের গ্রন্থ আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি এ গ্রন্থ নাযিলের পর দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এর একটি বর্ণও কেউ কম-বেশি করতে কিংবা একটি হরফকে পরিবর্তন করে দিতে অথবা স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হয়নি। এটা ছত্রে ও বক্ষে সংরক্ষিত। লক্ষ লক্ষ মুসলিম একে কণ্ঠস্থ করেছে। যদি কেউ এর একটি বর্ণ কম-বেশি করতে চায়

১১৯. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭/৮৪ পৃঃ।*

তাহলে মুসলিম কিশোররাই তা প্রতিহত করবে, বড়রা তো দূরে থাকল। এটা আল্লাহ কর্তৃক কুরআন সংরক্ষণের একটি দিক মাত্র।

পবিত্র কুরআনের অবিকৃত থাকার কথা অন্য ধর্মের মনীষীরাও অকপটে স্বীকার করেছেন। যেমন লেনপুল (১৮৩২-১৮৯৫) বলেন, কুরআনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন সন্দেহ এর মৌলিকতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এর প্রত্যেকটি হরফ অপরিবর্তিত। আমরা বর্তমানে যা পাঠ করি এর প্রতিটির প্রতি আমরা এই দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে পারি যে, বিগত ১৩ শতকে কোন পরিবর্তনের আঁচড় এতে লাগেনি।[১২০]

মুহাম্মাদ আল-আমীন শানাক্বতী বলেন, যদি বলা হয়, তাওরাত ও কুরআন উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। কিন্তু তাওরাত পরিবর্তিত এবং কুরআন পরিবর্তন থেকে হেফাযতকৃত, এর কারণ কি? উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ তাওরাত অবতীর্ণ করে ঐ সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের দায়িত্ব দেন এবং তাদের নিকট আমানত রাখেন। কিন্তু তারা সে আমানতের খিয়ানত করে। তারা ঐ গ্রন্থকে হেফাযত না করে নষ্ট করেছে। আর কুরআন মাজীদের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ কাউকে দেননি, নিজেই নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯; হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। ফলে গ্রন্থকে কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি।

(গ) এই কিতাব পূর্ববর্তী গ্রন্থের রক্ষক ও সত্যায়নকারী : কুরআনুল কারীম যদিও সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানী কিতাব, তথাপি এটা আল্লাহ্র দ্বীনের সর্বশেষ অবস্থা তথা পূর্ণতা আনয়নকারী। এটা এ দ্বীন, আক্বীদা, শরী'আত ও জীবন ব্যবস্থার সর্বশেষ উৎস। আল্লাহ এ গ্রন্থকে পূর্ববর্তী গ্রন্থের সংরক্ষক ও সত্যায়নকারী করেছেন। তিনি বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী' *(মায়েদা ৫/৪৮)*। অর্থাৎ এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সাক্ষী, সত্যায়নকারী রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক।[১২১]

৭. এ উম্মতের নবী ও রাসূল হচ্ছেন অন্যান্য নবী-রাসূলগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ :

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী-রাসূলগণের মধ্যে কারো উপর কারো মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى

---

১২০. *আবুল হাসান নদভী, কিতাবুন নবুওয়াত ওয়াল আম্বিয়া, পৃঃ ২১৩।*
১২১. *তাফসীর তাবারী ১০/৩৭৭-৭৮।*

بَعْضٍ مِّنْهُم مَّنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ‘এই রাসূলগণ, আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আর কারো মর্যাদা উচ্চতর করেছেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৩)*। তিনি আরো বলেন, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُوْدَ زَبُوْراً ‘আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশ সমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যাবূর দান করেছি’ *(বানী ইসরাঈল ১৭/৫৫)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, নবীগণের চেয়ে রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ এতে কোন মতভেদ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা দৃঢ় অঙ্গীকারের অধিকারী, তারা হ’লেন কুরআনের দু’টি আয়াতে উল্লেখিত ৫জন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيْثَاقاً غَلِيْظاً ‘যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার’ *(আহযাব ৩৩/৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحاً وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না’ *(শূরা ৪২/১৩)*। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এ মর্মেও কোন মতপার্থক্য নেই। প্রসিদ্ধ মতে তাঁর পরে ইবরাহীম ও তৎপর মূসা (আঃ)।[১২২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি মানব জাতির নেতা-সরদার। যেমন তিনি বলেন, أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ بِمَ ذَاكَ ‘কিয়ামতের দিন

১২২. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৫/৮৫।*

আমি হব মানুষদের সরদার। তোমরা কি জান এটা কি কারণে?[১২৩] অতঃপর তিনি কারণ বর্ণনা করেন যে, ক্বিয়ামতের দিন তিনি সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করবেন, যখন নবী-রাসূলগণ ব্যতীত কেউ এই সুপারিশ করতে পারবে না। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ 'কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সরদার হব, আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কবর থেকে উঠানো হবে, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে সুপারিশ করবে এবং যার সুপারিশ কবুল করা হবে'।[১২৪]

তবে এ ব্যাপারে রাসূলের কোন গর্ব-অহংকার ছিল না। যেমন তিনি বলেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلاَ فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ- 'আমি আদম সন্তানদের সরদার, এতে আমার কোন গর্ব নেই। আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কিয়ামতের দিন মাটি থেকে উঠানো হবে, এতে আমার কোন গর্ব নেই। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশ প্রথম কবুল করা হবে। এতে আমার কোন গর্ব নেই। ক্বিয়ামতের দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে, এতে আমার কোন গর্ব নেই'।[১২৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ تُفَضِّلُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ 'তোমরা নবীগণের একজনকে আরেকজনের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিও না'।[১২৬] তিনি আরো বলেন, لَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى 'কোন বান্দার জন্য এটা বলা সমীচীন নয় যে, আমি ইউনুস ইবনু মাত্তার চেয়ে উত্তম'।[১২৭]

এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে বাক-বিতণ্ডা বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূসা বা অন্য নবীগণের

---

১২৩. *মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/১৯৪।*
১২৪. *মুসলিম, 'মর্যাদা' অধ্যায়, হা/২২৭৮।*
১২৫. *ইবনু মাজাহ, 'যুহদ' অধ্যায়, 'শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, হা/৪৩০৮, হাদীছ ছহীহ।*
১২৬. *ফাতহুল বারী, ৬/৪৪৪।*
১২৭. *বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়, وأن يونس لمن المرسلين অনুচ্ছেদ হা/৩৩৯৫।*

উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে নিষেধ করেছেন বিনয় ও শালীনতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। মূলতঃ তিনি নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[১২৮]

তাঁর রিসালাত ব্যাপক :

এ উম্মতের নবীর ফযীলতের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে তাঁর রিসালাত ব্যাপক, যা সমগ্র মানব জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলের ছিল না। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাতের ব্যাপকতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعاً 'বলুন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا 'আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ 'আমি আপনাকে বিশ্বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*।

হাদীছে এসেছে, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

'আমাকে পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাস দূরের পথ থেকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) সমস্ত যমীনকে (মাটিকে) আমার জন্য মসজিদ (সিজদার স্থান) ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের কারো কোথাও ছালাতের সময় হ'লে সে যেন সেখানে ছালাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না। (৪)

---

১২৮. *ফাতহুল বারী, ৬/৪৪৬।*

আমাকে সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবীকে স্বীয় কওমের প্রতি পাঠানো হয়েছে। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমস্ত মানুষের প্রতি'।[১২৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদরে উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। (১) আমি 'জাওয়ামেউল কালাম হয়েছি। (অর্থাৎ আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ ব্যক্ত করার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে)। (২) ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) সমস্ত যমীনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করা হয়েছে। (৫) গোটা বিশ্বের মাখলুকের (সৃষ্টির) জন্য আমাকে (নবীরূপে) প্রেরণ করা হয়েছে। (৬) নবী আগমনের ধারাবাহিকতা আমার মাধ্যমেই শেষ করা হয়েছে।[১৩০]

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পূর্বের প্রত্যেক নবী-রাসূলকে তাঁদের নিজস্ব কওমের জন্য নির্দিষ্ট করে পাঠানো হয়েছিল। যেমন নূহ (আঃ)-কে তাঁর কওমের জন্য *(নূহ ৭১/১; আ'রাফ ৭/৫৯)*, হূদ (আঃ)-কে আদ জাতির প্রতি *(আ'রাফ ৭/৬৫)*, ছালেহ (আঃ)-কে ছামূদ জাতির প্রতি *(আ'রাফ ৭/৭৩)*, লূত (আঃ)-কে স্বীয় কওমের প্রতি *(আ'রাফ ৭/৮০)*, শু'আইব (আঃ)-কে মাদায়েনবাসীর প্রতি *(আ'রাফ ৭/৮৫)*, মূসা (আঃ)-কে তাঁর কওম, ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি *(হূদ ১১/৯৬-৯৭)*, ঈসা (আঃ)-কে বানী ইসরাঈল-এর প্রতি প্রেরণ করা হয় *(আলে ইমরান ৩/৪৯)*। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। এমনকি তিনি জিন জাতিরও রাসূল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا أَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنْذِرِيْنَ، قَالُوْا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ، يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوْا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ-

---

১২৯. বুখারী 'তায়াম্মুম' অধ্যায় হা/৩৩৫; মিশকাত হা/৫৭৪৭ 'ফাযায়েল' অধ্যায়।
১৩০. মুসলিম হা/৫২৩, মিশকাত হা/৫৭৪৮।

‘যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনেছিল। তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হলো তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্পদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন এবং তোমাদের রক্ষা করবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে’ *(আহক্বাফ ৪৬/২৯-৩১)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মানুষ ও জিন উভয় জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করেছেন। সূরা আর-রহমানে উভয় জাতিকে সম্বোধন করে তাদের দায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের আরো প্রমাণ হলো আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি এবং তাঁর রেসালাতের মাধ্যমে রেসালাতের পূর্ণতা দান করেছেন। সুতরাং তাঁর পরে মানবতা কোন নবী ও রাসূলের মুখাপেক্ষী হবে না। কেননা তাঁর রিসালাত ও দ্বীন পরিপূর্ণ এবং সর্বব্যাপী। আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষনবী’ *(আহযাব ২১/৪০)*। তিনি আরো বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে‘মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম’ *(মায়েদা ৫/৩)*। অনুরূপভাবে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

১৩১. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/২৮৬।*

إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ.

‘নিশ্চয়ই আমার উদাহরণ ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হলো, যেমন কোন লোক একটি ঘর বানালো, অতঃপর তা সুন্দর ও সুশোভিত করল কিন্তু একটি ইটের জায়গা ছেড়ে দিল। তারপর মানুষ তা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো এবং বিস্ময়াভিভূত হলো। তারা বলল, এখানে কেন একটা ইট দিলে না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি সেই ইট এবং আমি শেষ নবী’।[১৩২] সুতরাং শ্রেষ্ঠনবী ও সম্মানিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ শরী‘আতের কারণে এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই এ উম্মতকে রাসূলের আনীত দ্বীন ও বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাহলে তারা কম আমল করেও অন্যান্য উম্মতের অধিক আমলের চেয়ে বেশি ছওয়াব পাবে।[১৩৩]

৮. ক্বিয়ামতের দিন হাশরে এবং হিসাবের ক্ষেত্রে এ উম্মত অগ্রগামী হবে এবং সর্বশেষ উম্মত হওয়া সত্ত্বেও আগে জান্নাতে যাবে :

উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি দিক হলো এ জাতি সর্বশেষ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা সর্বাগ্রে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে এবং তাদের হিসাব হবে সবার আগে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا، فَنَحْنُ الْآخِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ. ‘আমরা সর্বশেষ উম্মত, আমাদের হিসাব হবে প্রথমে। বলা হবে, উম্মী উম্মত ও তাদের নবী কোথায়? সুতরাং আমরা সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম’।[১৩৪] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَ أُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ

১৩২. *বুখারী, ‘মানাসিক’ অধ্যায়, ‘শেষ নবীর বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ, হা/৩৫৩৫।*
১৩৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৭৮।*
১৩৪. *বুখারী, ‘জুম‘আহ’ অধ্যায়, ‘জুম‘আ করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৮৭৬।*

غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ. 'আমরা (দুনিয়াতে আগমনে) সর্বশেষ, ক্বিয়ামতের দিন অগ্রগামী। যদিও তাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। তৎপর এটাই তাদের (ইহুদী-নাছারাদের) বার (দিন); যা তাদের প্রতি নির্ধারিত হয়েছিল (অর্থাৎ জুম'আ বার)। কিন্তু তাতে তারা মতভেদ করেছে। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে উহার সঠিক সন্ধান দিয়েছেন। অতএব এ ব্যাপারে মানুষ আমাদের অনুসারী হয়েছে। ইহুদীরা তার পরের দিন (শনিবার) এবং নাছারারা তার পরের দিন (রবিবার)-কে গ্রহণ করেছে'।[১৩৫]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'কালের দিক দিয়ে আমরা শেষ উম্মতও মর্যাদায় অগ্রগামী। অর্থাৎ এই উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় পৃথিবীতে পরে এসেছে, কিন্তু আখিরাতে অগ্রগামী হবে। কেননা হাশরের ময়দানে তারা সর্বাগ্রে সমবেত হবে, তাদের হিসাব প্রথমে হবে, তাদের বিচার প্রথমে হবে এবং তারাই প্রথমে জান্নাতে যাবে।[১৩৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, نَحْنُ الْآخِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ 'আমরা সর্বশেষ (উম্মত), কিন্তু ক্বিয়ামতে অগ্রগামী, আমরাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করব'।[১৩৭]

অন্য হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবেন, তুমি কে? বলব, আমি মুহাম্মাদ। তখন পাহারাদার বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এই দরজা না খুলি'।[১৩৮]

৯. এ উম্মত অধিক জান্নাতবাসী হবে :

এ উম্মত অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা রাসূলের দাওয়াতে সর্বাধিক সাড়া দানকারী এবং অন্যান্য নবীগণের উম্মতের চেয়ে নবী মুহম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীদের সংখ্যা অধিক, এজন্য তারা জান্নাতেও অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করবে। এটাই তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

---

১৩৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৫৪।
১৩৬. ফতহুল বারী ২/৩৫৪।
১৩৭. মুসলিম, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/৮৫৫।
১৩৮. মুসলিম হা/১৯৭, মিশকাত হা/৫৭৪৩।

أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِيْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ-

'তোমরা কি রাযী আছ (খুশি হবে) যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হবে যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হবে যে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! আমি আশা করছি যে, তোমরাই জান্নাতের অর্ধেক অধিবাসী হবে। এটা এজন্য যে, জান্নাতে মুসলিম ব্যক্তি ব্যতীত প্রবেশ করবে না। আর তোমরা শিরককারীদের মধ্যে এমন সুস্পষ্ট হবে যেমন কালো ষাড়ের চামড়ায় সাদা পশমের মত অথবা লাল ষাড়ের চামড়ায় কালো পশমের মত'।[১৩৯]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকটে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে, এ উম্মত কেন শ্রেষ্ঠ। মূলতঃ সূরা বাক্বারার ১৪৩ নং আয়াতে মধ্যবর্তী উম্মত বলে শ্রেষ্ঠ উম্মত বুঝানো হয়েছে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং মধ্যপন্থী জাতি ও উম্মত হিসাবে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর পসন্দনীয় আমল করার তাওফীক দিন-আমীন!

---

১৩৯. *বুখারী, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'হাশর কিভাবে হবে' অনুচ্ছেদ, হা/৬৫২৮।*